এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স

ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

জুলাই - অগাস্ট ২০২৫

আলো সপ্তত্রিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০২৫

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, শান্তনু গাঙ্গুলী
সৌমিক চৌধুরী, শুভ্রান্ত ঘটক, প্রণবেশ পুরকাইত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১

২. 'লড়াই জারি আছে'
কৃশানু দেব ৩

৩. **Oligarchy :** গণতন্ত্রের বিপদ
অম্লান দে ৮

৪. কেন্দ্রীয় হলসভা (রিপোর্টার্জ) ১১

৫. সমিতিগত তৎপরতা ১৪

৬. হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬
মনোরঞ্জন পাত্র ১৯

৭. Notes on Seniority & Gradation List
Anjana Bhattacharya ২৮

৯. স্মরণ ৩২

প্রচ্ছদ : রঁদ্যার ভাস্কর্য : 'দি থিংকার'

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

"যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি উড়তে উড়তে আজ মিশে
যাচ্ছে দূরের আকাশে,
যে সমস্ত মধ্যরাত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে লাশ
হয়ে নদীজলে ভাসে,
তাঁদের সবার ভাঙা, দগ্ধ হওয়া সব মৃত মন
আমার স্বজন...
দ্যাখো, এ কবির খাতা আশ্চর্য শ্মশান
প্রতিটি অক্ষরে কাঠ, প্রতিটি শব্দে আগুন, সমস্ত
যতিচিহ্নের ফাঁকে
জেগে আছে নগ্ন দাহগান,
সময় হয়েছে এসো, গোধুলিকে গিলে আছে গাঢ়
সান্ধ্যকাল,
শেষকৃত্য করব বলে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি, কবি
নই, নিথর চণ্ডাল"...

ব্যবস্থাপনা-ব্যবস্থাপক-ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকারীর আন্তঃসম্পর্ক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্তঃসম্পর্ক যত নিয়ন্ত্রমুক্ত, কায়েমী স্বার্থবিহীন এবং মৌলিক উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনা ততই কার্যকরী জনহিতকর ওবিশ্বাসযোগ্য হয়। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত করার নেপথ্যে যে গণতান্ত্রিক নাগরিক চেতনার প্রণোদনা থাকে ব্যবস্থাপনা-ব্যবস্থাপক-ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকারীর আন্তঃসম্পর্কের সমীকরণের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে দিয়ে তা প্রতিফলিত হয়। কোনওপ্রকার গোঁজামিলের মাধ্যমে সেই সমীকরণ মিলিয়ে দিলে বা অহেতুক উপদেশ বা অযাচিত হুমকি প্রতিষ্ঠানকে অস্তিত্বের সংকটে শুধু ফেলে না সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ক্ষয়িষ্ণু হয় যা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সংবিধান তিনটি স্তরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ঠিক না ভুল বলা যার বা যাঁদের কাজ তাঁদের উপদেশমূলক বার্তা দেওয়া অর্পিত দায়িত্বের প্রতি সুবিচার নয়, আর নিজ বিশ্বাস, স্বার্থ প্রণোদিত ভাবে অর্পিত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে অহেতুক উপদেশ দেওয়ার অধিকার তাঁর বা তাঁদের আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা আবশ্যিক।' প্রশ্ন করার অধিকার একটি উন্নত গণতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত, আর সেই 'প্রশ্নের' যথাযথ উত্তর প্রদান সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাবানের একান্ত কর্তব্য। প্রশ্নের অর্থ মানেই জাতীয়তা বা দেশপ্রেম বিরোধিতা নয়। তাই তাকে উপেক্ষা করা বা শক্তি প্রয়োগে অবদমিত করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় শাসনের কর্তব্য, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা হতে পারে না, বিপরীতটা সত্য। বিশ্ববীক্ষাতেও সেই প্রভুত্ববাদী সংস্কৃতির ধারাবাহিক প্রদর্শন চলেছে। ভূ-রাজনৈতিক নৈকট্য বাণিজ্যিক স্বার্থকে আরও স্পষ্ট করে বললে শোষণের ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার একটি কৌশল মাত্র। তাই স্ট্যাটেজিক পার্টনার তাঁর বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত লাগলে তাঁকে দূরে সরিয়ে অভিমানী হবার সুযোগ নেই। বরং প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে গর্বের স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপের জয়মাল্য আসলে ফাঁস ছিল কিনা? আত্মসমর্পণ ছিল কিনা? কুমীরের পাঁক দেখে সে হেসে অভ্যর্থনা করছে এ ভাবা ভুল। তাই সুনির্দিষ্ট নীতির প্রতিষ্ঠা পূর্বতনকে বিশ্লেষণ না করে নেওয়া ভুল। ভুলের তালিকা অনেক দীর্ঘ। সরাসরি যে কাজ যে পদ্ধতি অনুসারে করার কথা সেই কাজ পরোক্ষ ভাবেও করা যায় না। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী হয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ করতে হয়, তার ধারা, তপশীলগুলিকে অনুসরণ করে শাসনক্ষমতা পরিচালিত হবে এটাই সংবিধানের নির্দেশ। তা নিশ্চিত করা শাসনতন্ত্রের কাজ, ব্যত্যয় ঘটলে বিচারবিভাগের দায়িত্ব ঠিক, ভুল ব্যাখ্যা করে দেওয়া। মৌলিক ভিত্তি সংবিধান। তাই প্রকোষ্ঠবদ্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদ বা ধর্ম, ভাষা, খাদ্যাভ্যাসের ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ ও বিপরীত আচরণ সংবিধানের উপর আঘাত বলেই বিবেচিত হয়। জাতীয় নিরাপত্তা সর্বাগ্রে এ নিয়ে বিতর্ক নেই কিন্তু ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন তোলার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। প্রকোষ্ঠবদ্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদ বা পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতি যে অসহিষ্ণু পরিস্থিতি তৈরী করে তা ব্যবহৃত হতে পারে বৃহত্তর বিচ্ছিন্নতাবাদে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে; তাই উগ্র প্রকোষ্ঠবদ্ধ জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেম নয়। মৌলিক প্রশ্নকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা উত্তর খোঁজা এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার গণতান্ত্রিক রীতি গণতন্ত্রকে প্রসারিত, বলিষ্ঠ করে। সংবেদনশীলতার সাথে দুর্বলতা তুলনীয় নয়, অপরপক্ষে তা ক্ষমতাবানের ক্ষমতার পরিচায়ক। কুযুক্তি, মিথ্যা প্রচার বা উপঢৌকনের মোড়কে মুড়ে রাখলে ও সময়ের প্রশ্ন একসময় সময়ের দাবিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে, সেই দাবিকে অবদমিত করতে গেলে তার মূল্য সমাজকে চোকাতে হয়, গণতন্ত্রে মানুষের কণ্ঠস্বর যত বাড়ে গণতন্ত্র তত শক্তিশালী হয়, রাষ্ট্র তত আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়, উগ্র প্রকোষ্ঠবদ্ধ জাতীয়তাবাদ নয় প্রকৃত দেশপ্রেম সমাজকে পরিশীলিত করে উন্নত করে, অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়।

ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকারীরা এ সত্য যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন তত দ্রুত এই দেশ উন্নততর হবে।

লড়াই জারি আছে...

কৃশানু দেব

আধিকারিকদের সংগঠন হলেও আদতে আমরা সরকারী কর্মচারী তাই দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের লড়াই আন্দোলনের সঞ্চারক্ষেত্র কোনো বিচ্ছিন্ন পরিসর নয়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশের মধ্যে সমপাতিত। অনুকূল পরিবেশে তা যেমন দাবী আদায়ের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে তেমনই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তা লড়াইকে জারি রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। ট্রেড ইউনিয়ন লড়াইয়ের কৌশলগত শিক্ষা হল পরিস্থিতির ইতিবাচক উপাদানগুলোকে সংহত করে নেতিবাচক প্রভাবকে প্রতিহত করার মধ্য দিয়ে দাবী অর্জন করা। আমাদের সমিতির পথচলার ইতিহাসে বারবার তা প্রমাণিত হয়েছে। এই বোঝাপড়াটা ঠিকঠাক না থাকলে, দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ের কোনো একটা ফ্রন্টে তাৎক্ষণিক ভাবে পিছিয়ে পড়লে অবসাদ গ্রাস করবে, হতাশ মনে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যেতে হবে। বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বললে হয়তো পরিষ্কার হবে।

সমিতির পথ চলার শুরুর দিকে ক্যাডারের সমস্যাবলীর মধ্যে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল base cadre অর্থাৎ RO দের বেতনক্রম বৃদ্ধি এবং পদোন্নতি। তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ ও পরবর্তীতে সমিতির যুক্তিসঙ্গত দাবীর ভিত্তিতে পে রিভিউ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক Revenue Officer দের বেতনক্রম ১০নং থেকে ১২নং স্কেল হয় যার effect দেওয়া হয় ৩য় বেতন কমিশনের date of effect থেকে অর্থাৎ ০১/০১/১৯৮৬ থেকে। এর ফলে সমিতির দাবী সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হলেও অন্তত একটা ধাপ এগোনো যায় । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির নেতিবাচক উপাদানকে ঠেকিয়ে রেখে ক্যাডারের সমস্যা নিরসনের জন্য সমিতিকে ধারাবাহিক পারস্যুয়েশন চালিয়ে যেতে হয়েছে। এমন একটা সময় ছিল যখন RO থেকে SRO-II পদে পদোন্নতি পেতে লেগে যেত ২২/২৩ বছর। পরিস্থিতির ইতিবাচক উপাদানকে ব্যবহার করে সমিতির দাবীতেই মুখ্যতঃ ১৯৯৫ সালে ৩০১টি RO পদ রূপান্তরিত হয় SRO-II ক্যাডারে। বিভাগীয় ক্যাডারের মোট সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে, অন্য কোনো সার্ভিস ক্যাডারের অর্জিত অধিকারে হাত না দিয়ে, সরকারি কোষাগারে বাড়তি চাপ না বাড়িয়ে শুধুমাত্র আনুপাতিক হারের তারতম্য ঘটানোর মধ্যে দিয়ে RO থেকে SRO-II পদে পদোন্নতির সময়কাল উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। এমনকি একটা সময়ে তা কমে দাঁড়ায় ৬/৭ বছর। এর ফলশ্রুতিতে RI থেকে RO পদে পদোন্নতির গতিও বৃদ্ধি পায়। এটা ট্রেড ইউনিয়নগত আন্দোলনের রণকৌশল। এই post-convertion নিয়েও সে সময়ে RI-দের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিল।

পরবর্তীতে, ৫ম বেতন কমিশনের গঠনের সময়ের কথাই ধরা যাক। এই ৫ম বেতন কমিশন গঠনের প্রাক্কালে এমন একটা সময় যখন বেতন কমিশন গঠনের Notification প্রকাশের তৎপরতা অর্থ দপ্তরে তুঙ্গে, অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তরের বহু ক্যাডারের দাবীদাওয়ার ফাইলের বিভাগীয় সুপারিশ যাচ্ছে অর্থ দপ্তরে তখন আমাদের বেস ক্যাডার R.O. দের বেতনক্রম বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪নং স্কেল, SRO-II দের জন্য নির্ধারিত হয় ১৫নং স্কেল (pre-revised), SRO-I দের বেতনক্রম থাকে অপরিবর্তিত অর্থাৎ ১৬নং স্কেল। সমিতিগত ভাবে আমাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থ দপ্তর ০১/০১/১৯৯৬ থেকে notionally date of effect দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। পে-কমিশন-এর কোনো সুপারিশ ছিল না। শুধুমাত্র বিভাগীয় কমিটির সুপারিশকে

হাতিয়ার করে লাগাতার পারস্যুয়েশনের মধ্য দিয়ে R.O. দের জন্য ১৪নং স্কেল আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। যে দাবী ৪র্থ বেতন কমিশন নাকচ করেছিল সেই বেতন কমিশনেরই date of effect থেকে আমাদের বেতনক্রম বৃদ্ধির আদেশনামার effect দেওয়া হয়েছিল এবং তা আদায় করা হয়েছিল ৫ম বেতন কমিশন বসার আগেই। এর ঠিক পরেই ৫ম বেতন কমিশন গঠনের Notification প্রকাশিত হয় (২০০৮)। সেই সময় ঐ দাবী আদায় না হলে আজও বোধহয় আমাদের R.O. দের জন্য ১৪নং স্কেলের জন্য লড়তে হতো। সময়জ্ঞানের বিচারে এই সাফল্যকে 'ঐতিহাসিক' ছাড়া আর কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কি? এটাও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কৌশল। আমাদের ১৯৯৫ সালে ৩০১টি SRO-II পদবৃদ্ধি এবং ২০০৮ (আসলে ০১/০১/১৯৯৬ থেকে) সালে R.O. দের জন্য ১৪নং বেতনক্রম প্রাপ্তি-মূলত এই দুই সাফল্যকে পাথেয় করে ৫ম বেতন কমিশনে সমিতি যে মেমোরান্ডাম দিয়েছিল তার মূল বক্তব্য ছিল (১) সমস্ত SRO-I ও SRO-II কে নিয়ে 'SRO' পদ গঠন ও SRO দের ১৬, ১৭, ১৮ নং বেতনক্রম প্রদান (২) R.O. দের 'SRO' পদের sole feeder করা। ক্যাডারের অন্য দুটি সমিতি কী দাবী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সেটা অবশ্য আমাদের জানা নেই । ৫ম বেতন কমিশনের বিভাগীয় ক্যাডার সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি। এই সময়ে একদিকে যেমন একটি সমিতি অবিমৃশ্যকারী আচরণ করে একটি মামলায় RO দের বেতনক্রম বৃদ্ধির ফাইলকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানোর উপক্রম করেছিল অন্যদিকে আবার একটা কুযুক্তির আমদানি করা হয়েছিল যে আমাদের সমিতি নাকি বিভাগীয় সার্ভিসের বিরোধিতা করেছিল! এই বাস্তবতাহীন narrative-এর পক্ষে কোনো প্রামাণ্য নথি বা তথ্য আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেন নি।

এরপর, ২০১২ সালে বিভাগীয় Task Force গঠিত হলেও এ বিষয়ে কোনো ইতিবাচক ফল পাওয়া যায় নি। এই সময়কালে SRO-II থেকে পদোন্নতির ক্ষেত্রে stagnation দেখা যাচ্ছিল।

৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে (২০১৬), সমিতি পে কমিশনের কাছে যে মেমোরান্ডাম উপস্থাপন করেছিল তার মূল বক্তব্য প্রায় ৫ম বেতন কমিশনের মতোই। দাবীর ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে যে নতুন বিষয় যুক্ত করা হল - (১) ২০০টি Revenue Officer পদ অতীতের মতোই Convert করে প্রস্তাবিত 'SRO' পদে সংযুক্তিকরণ করে [১৭০(তৎকালীন SRO-I) + ৮৬১(তৎকালীন Sanctioned strength of SRO-II) + ২০০ (proposed conversion of RO posts)=] ১২৩১ টি পদ বিশিষ্ট 'SRO' দের জন্য যথাক্রমে ১৬, ১৭, ১৮ নং পে স্কেল এর দাবী, (২) ১৯ নং পে স্কেল দেওয়ার দাবী এবং (৩) R.O. দের 'C' গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ ১৫নং বেতনক্রম (pre revised scale) এর দাবী। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের বিভাগীয় ক্যাডার সম্পর্কিত রিপোর্টও দিনের আলো দেখে নি। তবে, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে (২০১৬) এসে আমরা দেখলাম যে অন্য দুটো সমিতি, আমরা যে দাবীসনদ পেশ করেছি তার প্রায় হুবহু একইরকম দাবী পেশ করেছে।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে WBLR Service সংক্রান্ত যে বিভাগীয় Notification প্রকশিত হয় সেখানে উল্লেখ করা হয় যে "...WBLR Service … shall be created from amongst the eligible officers of Special Revenue Officer, Grade-II and Special Revinue Officer, Grade-I…." এবং Notification-এ 20% direct recruitment এর কথাও বলা ছিল। এই Notification প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একদিকে যেমন ক্যাডারের অপর দুটি সমিতির নেতৃত্বের মধ্যে কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু

হয় যায়, অন্য দিকে, দীর্ঘদিনের দাবী আদায়ের সম্ভাবনার লক্ষণ দেখে আমাদের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়। একইসাথে ট্রেড ইউনিয়ন গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্যাডারের প্রতি দায়বদ্ধ সংগঠনের নেতৃত্ব হিসাবে আমাদের মধ্যে কিছু আশঙ্কাও তৈরি হয়। এই Notification এর pros & cons নিয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে আলোচনা করি ও কোনোরকম ধোঁয়াশা তৈরী না করে কেবলমাত্র ক্যাডারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখেই তার নির্যাস সমগ্র ক্যাডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দিই। যখন সার্ভিস গঠনের চূড়ান্ত নির্দেশনামা প্রকাশিত হতে বিলম্ব ঘটছিল তখন তা নিয়ে জলঘোলা করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিভ্রান্তিমূলক narrative দিয়ে একদিকে যেমন দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ক্যাডারের মানুষকে উত্যক্ত করা হতে থাকে অন্য দিকে আমাদের সমিতির দিকে 'Service বিরোধী' বলে আঙুল তোলা হতে থাকে। এটা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন এর কাছে বিভাগীয় যে সুপারিশ যায় সেখানে SRO-II এবং SRO-I দের সম্মিলিতভাবে ১০৪৪ জনকে নিয়ে service গঠন এর প্রস্তাব করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কোথায় ১০৪৪ আর কোথায় ৭৩৪!! দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমনও প্রচার করা হতে থাকে যে ১০৪৪ জনকে নিয়ে যদি সার্ভিস গঠন নাও হয় তাহলেও কুছ পরোয়া নেই (!) এমনকি ৬০০/৬৫০ জনকে নিয়ে সার্ভিস হলেও বহুৎ আচ্ছা (!) —আপাতত যা পাচ্ছি তা নিয়ে তো নিই, পরে দেখা যাবে !! সমিতিগত ভাবে সামগ্রিক ক্যাডার স্বার্থের কথা মাথায় রাখলে এটা ট্রেড ইউনিয়ন লড়াইয়ের ভাষ্য নয়। আমরা লাগাতার এই narrative এর বিরোধিতা করেছি এবং অপর সমিতিদুটিকে এই বিষয়ে যৌথ আলোচনা ও ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য আহ্বান জানিয়েছি। ক্যাডারের মানুষের চাহিদায় দুই সমিতির নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সেই আলোচনার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের কাছে যৌথভাবে দাবী জানানো হয় যে সেই সময়ের নিরিখে যে সংখ্যক SRO-I এবং SRO-II অর্থাৎ ৯৭০ জন কর্মরত তাঁদের মধ্য থেকে যে সংখ্যক পদ WBCS(Exe.) এর Feeder Quata হিসাবে SRO-II দের জন্য নির্ধারিত আছে অর্থাৎ ১০২ (২০২১ সাল পর্যন্ত ঘোষিত বরাদ্দের ক্রমান্বয়ী সংখ্যা) সংখ্যক পদকে বিযুক্ত রেখে অর্থাৎ (৯৭০ -১০২) = ৮৬৮ সংখ্যক পদ নিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস গঠন করতে হবে এবং ১০২ সংখ্যক WBCS(Exe.) এর Feeder Quata পদে one time option নিয়ে পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় উদ্যোগ নিতে হবে ।

কিন্তু, বাস্তবে ২৯/০৩/২০২৩ তারিখের Gazette Notification এর মধ্য দিয়ে যে WBLR Service গঠিত হয় সেখানে সমগ্র SRO-I এবং SRO-II স্তরের একাংশকে ভুক্ত করে ৭৩৪টি পদবিশিষ্ট WBLR Service এবং SRO-II পদের সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৩৪৭। সমিতির তথা সমগ্র ভূমিসংস্কার বিভাগের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঁক যেখানে আমাদের স্তরের আধিকারিকদের অর্থাৎ RO, SRO-II এবং SRO-I এই তিন স্তরীয় বিন্যাসে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে RO, SRO-II এবং WBLRS বিন্যাস বিরাজমান।

আমরা হাত গুনতে জানি না, সুপারম্যানের মতো ক্যারিশমা দেখানোর শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। বিগত দিনের মতো ১১০ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠনের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে ক্যাডারকে খণ্ডিত করার অভিপ্রায় আমাদের সমিতির নেই। RO দের ১৬ নং স্কেলের লোভ দেখিয়ে পরে ডিগবাজি খেতেও আমরা পারব না। আমাদের যেটা আছে সেটা হলো পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে ট্রেড ইউনিয়ন এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ক্যাডার স্বার্থে দাবী প্রস্তাব তৈরি করা এবং ধারাবাহিক ভাবে তা অর্জনের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দর কষাকষি করা।

আজকে আক্ষরিক অর্থে 'খণ্ডিত' এবং 'অসম্পূর্ণ' সার্ভিস গঠিত হয়েছে। একটা দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও নিয়মের বেড়াজালে সার্ভিসের ৭৩৪টি পদও পূর্ণ করা যায় নি। সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের বিষয় Revenue Officer দের ভবিষ্যৎ।

ইতিপূর্বে পে-কমিশন সহ বিভাগীয় স্তরে সমিতি বরাবর দাবি করে এসেছে যে আমাদের যে তিনটি ক্যাডার বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ RO, SRO-II এবং SRO-I এর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ দাবী বিশেষতঃ RO, বেস ক্যাডার যারা সংখ্যাগত দিক থেকে বিভাগীয় আধিকারিকদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক তাঁদের বেতনক্রম বৃদ্ধির অর্থাৎ WBCS(Exe.) নিয়োগ পরীক্ষার C-Group এর পদগুলির জন্য বরাদ্দ সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্জন এবং এর মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ক্যাডারের চাহিদা পূরণ। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সমিতির দাবি ছিল সমগ্র SRO-I এবং SRO-II ক্যাডার নিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস এবং RO বা WBSLRS Gr-I হবে Service এর sole feeder। একটা দ্বিস্তরীয় সুষম বিন্যাস যেখানে পদোন্নতির প্রক্রিয়া হবে মসৃন এবং দ্রুততর। কিন্তু, যে রূপে WBLRS সামনে এলো তা' পুরোনো সমস্যা তো মেটালোই না বরং নতুন সমস্যার সৃষ্টি করল, base cadre অর্থাৎ WBSLRS-Gr-I যারা আমাদের cadre গুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁদের promotional avenue সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হল; SRO-II cadre এর Sanctioned strength কমে ৩৪৭ হওয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন RO থেকে promotion এর রাস্তা সঙ্কুচিত হয়েছে অন্যদিকে WBCS(Exe.) এর existing promote feeder quota (৫৩%) বজায় রাখা নিয়েও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; WBLRS এর যে বিন্যাস তা আদৌ State Constituted Service নয়, Jt Director পদ থেকে ওপরের বিভাগীয় স্তরে পদোন্নতির কোনো সুযোগ নেই; Service Rule এর eligibility criteria অনুযায়ী ৭৩৪ টি Service post এ absorbed করার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যক আধিকারিক পাওয়া যাচ্ছে না ফলতঃ Joint Director এবং Deputy Director পদেও vacancy রয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কার্যকরীভাবে ৭৩৪ জনও WBLRS এ সরাসরি absorbed হতে পারছেন না; পরিস্থিতি যে দিকে ইঙ্গিত করছে তাতে WBLRS এ Direct recruitment শুরু হলে Revenue Officer দের promotional avenue আরও narrow হয়ে যাবে, যার ফলে capillary effect হিসাবে Revenue Inspector সহ তার নীচের পদগুলির পদোন্নতির সম্ভাবনা ভীষণভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এমন অবস্থায় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় (তাং-০৩/০৬/২০২৩) যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় তার মূল বিষয় ছিল—সমগ্র RO ক্যাডারকে SRO-II cadre এর সাথে absorption এর মাধ্যমে একত্রীকরণ (merger) করতে হবে এবং SRO-II nomenclature দিতে হবে। এই merger এর পর ১৫৪৯ সংখ্যা বিশিষ্ট SRO-II cadre এবং WBLRS কে Constituted State Service এর মর্যাদায় উচ্চতর পদসহ ১১১৭ সংখ্যক ক্যাডারবিশিষ্ট করতে হবে। এই SRO-II cadre কে PSC এর মাধ্যমে WBCS Group-C তে সরাসরি নিয়োগ করতে হবে এবং অন্যদিকে সংখ্যাধিক্যের নিরিখে WBCS (Exe) এর promote feeder হিসাবে SRO-II ক্যাডারের ৫৩% quota বজায় রাখতে হবে এবং WBLR Service ভুক্ত ক্যাডারের উচ্চতর পর্যায়ে পদোন্নতির অন্তর্বর্তীকালীন সময়সীমা কমিয়ে ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করতে হবে। আরও দাবী জানানো হয় যে WBLRS কে Constituted State Sercice এর মর্যাদা দিয়ে বিভাগীয় স্তরে পদ বৃদ্ধি করতে হবে। বিগত ১৯ তম রাজ্য সম্মেলন (৮-৯, নভেম্বর,২০২৪) ও ২৪/০৫/২০২৫ এর কেন্দ্রীয় সমাবেশেও আমাদের এই দাবী পুনরুচ্চারিত হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য ক্যাডার ঐক্যকে অখণ্ড রাখার মধ্য দিয়ে

বিভাগীয় স্তরের আধিকারিকদের পেশাগত অবস্থানকে আরও মজবুত করা যা মসৃণভাবে অন্য কোনো বিভাগীয় স্তরের আধিকারিকদের অর্জিত স্বার্থকে বিঘ্নিত করবে না।

এখন বিষয় হল যে আমরা বিভিন্ন মহল থেকে শুনতে পাচ্ছি যে ৩৪৭টি SRO-II পদকে WBLRS এর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হতে পারে, এটা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক তবে, তার সঙ্গে এটাও শোনা যাচ্ছে যে WBCS (exe) এ ফিডার হিসাবে SRO-II দের পদোন্নতির জন্য বরাদ্দ quota 53% থেকে কমিয়ে দেওয়া হতে পারে, WBLRS এ direct recruitment 20% থেকে বাড়িয়ে 50% করা হতে পারে এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে qualifing period ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৮ বছর করা হতে পারে। যদি এই রকম কিছু বাস্তবায়িত হয় তবে সামগ্রিক চিত্রটা কী হবে সেটা ভেবে দেখতে হবে। প্রথমতঃ, যে ৭৩৪টা পদকে নিয়ে সার্ভিস গঠিত হয়েছে বর্তমান বাস্তবতায় তার সব পদ বিশেষত Joint Director এবং Deputy Director পদের সবকটি পূর্ণ করা যাচ্ছে না মূলতঃ ৫ বছর qualifing period এর জন্য যা আমরা কমিয়ে ৩ বছর করার দাবী করেছি। এবার তা যদি বাড়িয়ে ৮ বছর করা হয় তবে পদোন্নতির সমস্যা তো কমবেই না বরং উল্টে কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। WBLRS এ পদ বৃদ্ধি সংখ্যার নিরিখে ঘটলেও কার্যকরীভাবে পদোন্নতি সুষমভাবে হবে না। আর এই পদোন্নতি না ঘটলে সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির সময়সীমা বহুগুণ বেড়ে যাবে, যার অভিঘাতে আক্রান্ত হবেন নীচের পর্যায়ের আধিকারিক থেকে কর্মচারীরা। দ্বিতীয়তঃ, WBLRS এ direct recruitment 20% থেকে বাড়িয়ে 50% করা হলে RO থেকে WBLR Service এ অন্তর্ভুক্তির রাস্তা আরও সঙ্কুচিত হবে। কেননা আমরা দেখেছি যে সার্ভিস গঠনের ঠিক পূর্বাবস্থায় ১৬নং স্কেলে অর্থাৎ WBCS(Exe) এবং SRO-I পদে আমাদের দপ্তর থেকে বছরে মোট গড়পড়তা পদোন্নতি ও নিয়োগ হতো ৪০-৪৫ জনের। এখন সেই নিরিখে এর ৫০ শতাংশ হয় ২০-২৩ জন, ফলে RO দের যে Gradation List সামনে এসেছে তার ভিত্তিতে যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে Gradation List এর শেষ মানুষটি হয়তো WBLR Service প্রবেশ করার কোন সুযোগই হয়তো পাবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যদি ধরে নেওয়া হয় যে RO ক্যাডারকে WBCS(Exe) এর promotee feeder করার কথা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন সেটা অবশ্যই ইতিবাচক তবে সেক্ষেত্রে সমস্তরীয় অন্যান্য দপ্তরের ক্যাডারের থেকে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা আমাদের বিভাগীয় পরিসরের নাগালের বাইরে। ওপরের স্তরে পদবৃদ্ধি ও কার্যকরী পদোন্নতি যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে নীচের স্তরে তার সংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

এই সমস্ত সমস্যা অনুধাবন করেই আমাদের সমিতির দাবী সনদ তৈরি করা হয়েছে। এই সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে একদিকে যেমন বৃহত্তর ক্যাডার ঐক্য দরকার তেমনই ট্রেড ইউনিয়ন সুলভ সচেতনতা আমাদের থাকা দরকার। এককভাবে আবেদন নিবেদন নয়, দরকার হল দাবী আদায়ের অনুকূল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার সমষ্টিগত প্রয়াস। ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রবহমান সংগ্রাম আন্দোলনের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত হয়েই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। আলোচিত প্রতিকূলতার বাতাবরণে আমাদের লড়াই-আন্দোলন জারি আছে। বাধা অনেক, শর্টকাট কোন রাস্তায় লক্ষ্যপূরণ হবে না সে কথাও আমরা জানি। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান থেকে আমরা সরে আসবো না, অতীতের ন্যায় আজ এবং আগামীকালের লড়াইয়েও আমরা পুরোভাগেই থাকব—ক্যাডার সমাজের কাছে সেই বার্তাই পরিস্ফুট করার লক্ষ্যে সামগ্রিক বিষয়টি। আপনাদের বিবেচনার জন্য পুনরায় উত্থাপন করা হল।

Oligarchy : গণতন্ত্রের বিপদ

অম্লান দে

'Today, on oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and infwence that realy threatens our entire democracy, our basic rights and freedom."

জো-বাইডেন—

পরিস্থিতির ব্যাপকতা বা বিপদের গভীরতা ধনতন্ত্রের পূজারী, এক মেরু বিশ্বের প্রভু রাষ্ট্রের বিদায়ী রাষ্ট্রপতির মন্তব্য (স্বগতোক্তি!) থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। অ্যারিষ্টোটল "Oligarchia" অর্থাৎ "Rule of few" এর কথা প্রথম বলেছিলেন এবং এই ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন "For corrupt and unjust purposes" এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে তুলনা করে বলেছিলেন—

"Democracy is safer and less prone to conflict than oligarchy";

আবার সমাজতাত্ত্বিক Robert Michels "Iron law of oligarchy"-তে বলেছেন—

শ্রম বিভাজন কারনে গণতন্ত্র oligarchy-তে পরিবর্তিত হয়।

অর্থাৎ মোটের উপর বলা যায় oligarchy হল সেই ব্যবস্থাপনা যা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রভাবে পরিচালিত এক ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য হল সেই ক্ষুদ্র প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ সুনিশ্চিত, সুরক্ষিত করা। সেই অর্থে oligarchy-কে বলা যায় Aristrocracy বা অভিজাততন্ত্রের অপকৃষ্ট রূপ।

সমাজে ক্ষমতা কাদের হাতে থাকে, সভ্যতার অভিযোজনের সাথে সাথেই এই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে; ঘটনা পরম্পরা এবং ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই প্রশ্ন আলোড়িত হয়েছে, হচ্ছে আজও। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় উদার গণতন্ত্র কি শেষ পর্যন্ত oligarchy তে পরিণত হয়? এই প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক।

সভ্যতার উন্মেষের পর সমাজে নানা প্রকার ব্যবস্থা এসেছে যেমন দাসব্যবস্থা/ প্রথা, সামন্ততন্ত্র এবং বর্তমানের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিন্তু Power struggle বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের (Government) জন্ম দিয়েছে। এরকমই সরকারের দুটি রূপ হল গণতান্ত্রিক এবং অলিগার্কিক। নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুটি ব্যবস্থাতেই হয়ে থাকে। তফাত থাকে সেই নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থাপনায়, পরিপোষনের বা পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সরকারি তরফে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে নানা প্রভাবশালী ক্ষুদ্রগোষ্ঠী—কার স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তি নির্বাচনের প্রাধান্যের তফাতের মধ্যে। অর্থাৎ ধনী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাঁর সম্পদের কিয়দংশ ব্যবহার করে সমাজের মতামত তার স্বার্থানুসারে গড়ে তুলতে, স্বাভাবিক ভাবেই সরকার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তার প্রভাব পড়ে সরাসরি। বিনিময়ে প্রভাবশালী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ, পুঁজিকে সুনিশ্চিত করে সরকার অর্থাৎ পারস্পরিক এক মিথষ্ক্রিয়া। এবং সামাজিক সম্পদ যখন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জীভূত হয়, এই বিপদের আশঙ্কা তখন আরো বেড়ে যায়। অর্থাৎ পরবর্তীতে যাদের শোষণ করা হবে, যাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না তাদের সম্মতি আদায়ের জন্য অলিগার্করা লগ্নি করে, বিনিময়ে সম্পদের পুঞ্জীভবন আরো বেশী হবে সেটা শুধু প্রত্যাশা করে না দাবিও করে, সেই দাবি না মিটলে তাঁরা তাদের স্বার্থানুসারে আবার এক সরকার নির্বাচন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুখোসের আড়ালে আসলে চলছে oligarch-দের স্বার্থরক্ষা। বিশ্বায়নের পরে অবাধ লগ্নি, পুঁজির যুগে সে খেলা আরও সুচারুভাবে খেলার সুযোগ এসেছে। বাইডেন সাহেব যতই দুঃখ

করুন তিনি এই খেলায় আজ হেরেছেন কারণ তাঁর দলে এলান মাস্কের মতো খেলোয়াড় ছিলেন না। আবার ট্রাম্প সাহেবের সাথে মাস্কের বর্তমান সম্পর্কের নিরিখে বলা যায় তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলে মাস্ক নিশ্চিতভাবে তাঁর স্বার্থানুযায়ী বিকল্প কাউকে চিহ্নিত করবেন, পরিপোষন করবেন, সামাজিক মতামত নির্মাণ করবেন এবং শেষপর্যন্ত লড়বেন সেই পরিপোষিত সরকারকে ক্ষমতায় আনতে। যাতে তাঁর শ্রেণী স্বার্থ সুরক্ষিত, আরও সুরক্ষিত হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:-

Oligarchy আর গণতন্ত্র দুটির-ই উদ্ভব প্রাচীন গ্রীসে; স্পার্টায় প্রতিষ্ঠিত ছিল সামরিক অলিগোর্কি আর এথেন্সে প্রতিষ্ঠিত ছিল গণতন্ত্র (পূর্ণ বা অবাধ যদিও নয়, কারণ সেখানে দাস বা স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার ছিল না), পক্ষান্তরে মিলিটারি এলিটদের নিয়ে গঠিত Spartan Oligarchy স্পার্টাকে সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। যদিও দুটি ব্যবস্থায় কোনটিতেই ক্ষমতার সমবমন্টন ছিল না। অর্থাৎ Oligarchy-র সাথে শুধু পুঁজির মালিকদের একান্ত সম্পর্ক তা নয়. রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করতে চাওয়াটাই oligarchy। যেখানে বৃহত্তর জনসমাজ উপেক্ষিত বা করুণা নির্ভর (করুণাও আবার কৌশলকে ঘিরে আবর্তিত হয়)। সামরিক অলিগার্কি যেমন স্পার্টায় ছিল তেমন এখন বিরাজ করছে পাকিস্তানে, আবার ধর্মীয় oligarchy বিরাজমান ইরানে।

সোজা অর্থে Democracy যেখানে বৃহত্তর মানুষের মতামত নির্ভর একটি ব্যবস্থাপনা, যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মত প্রকাশ অবাধ, সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের সেখানে বৃহত্তর অংশের জনগণের জন্য একটি জনকল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, সেখানে oligarchy-তে বৃহত্তর জনসমাজ উপেক্ষিত, জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, নীতি গ্রহণ এবং কার্যকর করার বিষয়টি সেই ক্ষুদ্র প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের মতামত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অপরপক্ষে ক্ষুদ্র ধনী বা সামরিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠী।

নব্য ফ্যাসিবাদী ধারণায় ধ্রুপদী oligarchy-র প্রয়োগ কৌশলে পরিবর্তন এসেছে। কারণ নব্যফ্যাসিবাদ-ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তার form পরিবর্তন করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সরাসরি আক্রমণ করা ফ্যাসিবাদের ধর্ম, নব্য ফাসিবাদের ধর্ম তা নয়; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোকে অটুট রেখে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা বা কার্যত অকেজো করে দেওয়া তার কৌশল। অর্থাৎ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে ব্যবস্থাকে কব্জা করা নব্যফ্যাসিবাদ প্রয়োগ করছে। Oligarch-রা সেই মতামত নির্মাণে বিনিয়োগ করছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক শব্দ দুটি কোনো সংবিধানে থাকবে কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক কারা হবেন সেই বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি বিতর্ক উস্কে দেওয়া এবং তার পোষিত ভৃত্যদের সেই objective-এর দিকে এগিয়ে দেওয়া, প্রচার করা বিনিয়োগ বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পোষিত শ্রেণীকে অ্যাক্টিভেট করানো, সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণকরানো এবং কার্যকর করানো ‘‘multi dimensional activities’’ এর objective একটাই—অস্থিরতা বাড়াও আর সেই অস্থিরতা বাড়িয়ে মুনাফা আর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্ব, মূলধন আরো বাড়াও। বিভাজন আরো বাড়াও। তাই আধুনিক oligarch-রা সরাসরি ময়দানে আসেন না, তাঁরা নেপথ্যে থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সামনে যাঁরা থাকেন তাঁরা তাঁদের আজ্ঞাবহ।

মতামত নির্মাণের জন্য কারালগ্নী করেছেন তাঁরা জানেন, আর জানেন বলেই ব্যবস্থাপনা সেই ভাবেই চালান যাতে লগ্নিকারীর স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। ইলেকশন বন্ডে দাতা-গ্রহীতার তালিকা এবং লগ্নির পরিমাণ দেখলে সেই

সখ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যতই স্বচ্ছতার সাথে প্রক্রিয়াকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হোক আসলে সূক্ষ্ম তার সাথে সখ্যতার মেলবন্ধনকেই তা প্রকাশ করছে।

এতে ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ মানুষের। আমেরিকায় কৃতজ্ঞতার ঋণ সুদ সমেত ট্রাম্পসাহেব ফেরাতে বাধ্য মাস্ক সাহেবকে। চাকরি গেছে কাদের? ট্রাম্প বা মাস্কের যায়নি। আদিবাসীদের জল, জঙ্গল, জমির অধিকার কারা তুলে দিচ্ছেন কাদের হাতে মানুষ দেখতে পাচ্ছে না? লাভজনক সরকার অধিগৃহীত সংস্থা বিক্রি কেন হয় আর MGNREGA-র কাজ এর দিন এবং দৈনিক মজুরি কেন বাড়ে না, কাদের নির্দেশনামায় বাড়ে না তাও মানুষ জানে।

সুতরাং বিশ্বজুড়ে নব্যফ্যাসিবাদের ঝড় তুলেছে আধুনিক oligarchy। তাই গণতন্ত্র থাকবে না oligarchy নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেই সিদ্ধান্ত মানুষকেই নিতে হবে। গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, পরিচিতি সত্ত্বার অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকবেন, করুণার পাত্র হয়ে oligarchy-র হাত শক্ত করবেন না মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রখর দাবিতে সোচ্চার হয়ে গণতন্ত্রকে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করবেন মানবসমাজের কাছে সেই প্রশ্ন সবথেকে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বহুদিন পূর্বে জার্মান দার্শনিক বলে গিয়েছিলেন—সমাজব্যবস্থার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করা যায় না, শব্দর কাটারি বাতাসে চালালে আগাছার তিলমাত্র পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হয় মানুষের মাধ্যমে, মানুষ নিজের প্রয়োজনে নিজেকে মুক্ত করে, তাই নব্য ফ্যাসিবাদ আর oligarchy-র মিথোস্ক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানবসমাজকে দাঁড়াতেই হবে—

"এভাবে ফুরোয় কথা? শেষ হয়
সব বিনিময়?
ক্রমাগত এভাবেই কালো হয় মাটি?
নেভে দেশ?
প্রতিটি ঠোঁটের কাছে প্রতিটি
ঠোঁটের স্পর্শরেখা
রেখে যাবে হত্যাচিহ্ন?
ধ্বংসের আবেশ"...

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

গত ১২/০৭/২০২৫ তারিখে মৌলালি যুবকেন্দ্রের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা পরিচালনা করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ, অন্যতম সহ-সভাপতি জয়িতা দাশ, অর্ণব চৌধুরী ও দেবব্রত ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সাধারণ সম্পাদকের এ্যাজেন্ডা নোট ভিত্তিক প্রাথমিক প্রস্তাবনার পর আয়-ব্যয়ের বিবরণী পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ আব্দুলা জামাল। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য চঞ্চল সমাজদার সামগ্রিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন সাপেক্ষে সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যকে উপজীব্য করে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভায় উপস্থিত জেলা-কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ ও জোনাল সম্পাদকবৃন্দ প্রত্যেকে একে একে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করার পর সামগ্রিক আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শান্তনু গাঙ্গুলী। সভায় আলোচ্য বিষয়ের নির্যাস এবং সভা থেকে আশু করণীয়—প্রসঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নীচে বিবৃত করা হলঃ—

১. **পরিস্থিতি**: বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরবর্তী এক অত্যন্ত কঠিন ও জটিল সময়ের আবর্তে আমরা পড়েছি। পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত নিরীহ পর্যটক সহ হামলা রুখতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন খেটেখাওয়া কাশ্মীরি, দেশের জওয়ান। মুর্শিবাদাদে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও অস্থিরতার বলি হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন একাধিক মানুষ, নদীয়ার কালীগঞ্জে উপনির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের বলি হয়েছে এক পরিযায়ী শ্রমিকের নিরীহ কিশোরী কন্যা। গাজার রাফা এখন পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্ধভূমি। ইরান ইজরায়েল সংঘাত। এত রক্তপাত! এত কষ্ট যন্ত্রণায় শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের ভিতরেও ঘটে চলেছে অনবরত রক্তক্ষরণ। যুদ্ধলোলুপ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে বিশ্ব জুড়ে মানবতা আজ বিপন্ন। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুরু করে মানবসম্পদ সর্বক্ষেত্রে চলছে অবাধ লুটতরাজ। বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম না করতে পারে তাই তৈরি করা হচ্ছে পরিচিতি সত্বার রাজনীতির প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শ্রম কোড বাতিল, সকলের জন্য কাজ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, নূন্যতম ২৬ হাজার টাকা বেতন, কারখানা ও শিল্পের জমিতে শিল্প করা, কর্মক্ষেত্রে নারী সুরক্ষা, গিগ কর্মীদের শ্রমিকের স্বীকৃতি সহ মোট ১৭ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ, শিল্পভিত্তিক ফেডারেশন ব্যাঙ্ক, প্রতিরক্ষা সহ অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংগঠনগুলি গত ৯ই জুলাই ২০২৫ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। এই বাস্তবতায় নিজ দাবী আদায়ের অনুকূলে পরিস্থিতিকে নিয়ে আসতে হলে আমাদের আরও ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. **বিগত কর্মসূচি:**

২.১ বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে ০৮/০২/২০২৫ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা জেলায় জেলায় বর্ধিত জেলা কমিটির সভা করেছি। রাজ্য সম্মেলনের নির্যাস এবং দাবী সনদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই সভাগুলোতে হয়েছে। দুটি জেলা—দঃ দিনাজপুর এবং কলকাতা বাদ দিয়ে সব জেলাতেই তা সম্পন্ন হয়েছে। এই দুর্বলতা আগামী দিনে কাটিয়ে তুলতে হবে।

২.২. বিগত ২৩/০৫/২০২৫ সমিতির ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন এবং বিগত রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সমাপনী সভা উপলক্ষ্যে সমিতি দপ্তরে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে কলকাতাও পার্শ্ববর্তী জেলার সদস্য অনুগামীদের জমায়েত হয়।

২.৩ বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৪/০৫/২০২৫ তারিখে সমিতির ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কলামন্দির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় হল-সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে সমিতির সাংস্কৃতিক-শাখা সঙ্গীত পরিবেশন করে। এই হল-সভায় সমিতির দাবি সনদ পুনর্মূল্যায়নের

মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত জমায়েতের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয় যেখানে আমাদের প্রাক্তন নেতৃত্ব রজত চক্রবর্তীর লেখা উপন্যাস 'পঞ্চাননের হরফ' অবলম্বনে নির্মিত নাটক 'আক্ষরিক' মঞ্চস্থ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৭৬ জন রেভিনিউ অফিসার সহ তিন শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২.৪ এই সময়কালে দুটি জেলা নদীয়া এবং বাঁকুড়া তাঁদের জেলাকমিটির উদ্যোগে সমিতির অকার্যকরী গচ্ছিত তহবিল উদ্ধার করে কেন্দ্রীয় তহবিলে সংযুক্ত করেছেন।

২.৫ এই সময়কালে অর্থাৎ বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভার সংখ্যা এবং সভায় কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের উপস্থিতি আরও বাড়াতে হবে।

৩. **সংগঠন ও আগামী কর্মসূচি:**

৩.১ বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা পরবর্তী সময়ে যে জেলা কমিটির বর্ধিত জেলা সভা হয় তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে আলোচনা গঠনমূলক এবং ইতিবাচক তবে বেশ কিছু জেলায় সদস্য উপস্থিতি আশানুরূপ হয় নি। জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সদস্যদের যোগাযোগের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

৩.২ বর্ধিত জেলা কমিটির সভাগুলিতে আলোচনায় পেশা সংক্রান্ত কর্মশালার যে চাহিদা সদস্যরা ব্যক্ত করেছেন তাকে সম্মান জানিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বর (২০২৫) মাস জুড়ে শিলিগুড়ি, মালদা, বোলপুর, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং কলকাতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলার সদস্য অনুগামী এবং ক্যাডারের মানুষ সহ ভূমি দপ্তরের কর্মচারীরা এই উপলক্ষ্যে যাতে অংশগ্রহণ করেন সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের উদ্যোগী হতে হবে।

৩.৩. সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে সদস্য বন্ধু। কিছু জেলাতে সদস্য পুনর্নবীকরণ এর কাজ আশানুরূপ হলেও কিছু জেলা কমিটির এক্ষেত্রে দুর্বতা লক্ষ্য করা গেছে। কিছু জেলায় এখনও পর্যন্ত SST তহবিল গ্রহণ সম্পন্ন হয়নি, অবিলম্বে তা সম্পন্ন করে কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রেরণ করার আহ্বান জানান হল।

৩.৪ কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য রাজস্ব আধিকারিক সৌমিক চৌধুরী, সোমরাজ চক্রবর্তী এবং শুভেন্দু দাসকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (co-opted member) হিসাবে সংযুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হল।

৪. **ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়:**

৪.১.১ গত ২৮/০২/২০২৫ এবং ১০/০৭/২০২৫ তারিখে রেভিনিউ অফিসারদের দুটি বদলীর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই আদেশনামা দুটির মধ্য দিয়ে আমাদের বেশ কিছু সদস্যের চাহিদা অনুযায়ী সুবিধাজনক স্থানে পোস্টিং করানো গেছে। তবে এখনও কিছু সদস্যবন্ধু দূরবর্তী স্থানে পোস্টিং আছেন তাদেরকে আগামী দিনে কাছাকাছি স্থানে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৪.১.২ গত ২১/০৪/২০২৫ তারিখে SRO-II সহ AD, DD এবং JD স্তরের আধিকারিকদের ১৯০ জনের একটি বদলীর আদেশনামা ও জুন মাসে কয়েকটি ছোট আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই আদেশনামাগুলিতে আমাদের কয়েকজন সদস্যকে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে সুবিধাজনক স্থানে পোস্টিং করানো গেছে। তবে এখনও বেশ কিছু সদস্যবন্ধুর চাহিদা অপূরীত থেকে গেছে। তাদের বিষয়েও সমিতির লাগাতার প্রচেষ্টা জারী আছে।

৪.২ **পদোন্নতি:**-

৪.২.১ সমিতির লাগাতার পারসুয়েশানের পর ৩১ জন SRO-II ক্যাডার বন্ধুর WBCS(EXE) এর ফিডার পদে পদোন্নতির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০২৩ ও তৎপরবর্তী সময়ের feeder vacancy declare না করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমিতির লাগাতার আন্দোলন অব্যাহত আছে।

৪.২.২ আলোচ্য সময়ে ৪ জন SRO-II থেকে AD এবং ৪ জন AD থেকে DD পদে উন্নীত হয়েছেন।

৪.২.৩ এই সময়কালে ২ জন RO থেকে SRO-II হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে এই সংক্রান্ত DPC meeting এ ৬৯ জনের পদোন্নতির প্রস্তাব গৃহীত হলেও এযাবৎকালের মধ্যে ৪৪ জন পদোন্নতি পেয়েছেন এবং বাকীদের ক্ষেত্রে টালবাহানা বিদ্যমান।

৪.২.৩ আলোচ্য সময়কালে বিভাগীয় আধিকারিকদের শূন্যপদ বিশেষতঃ RO থেকে SRO-II পদে পদোন্নতির মাধ্যমে দ্রুত পূরণের জন্য কতর্যপক্ষের কাছে দাবী জানানো হয়েছে।

৪.৩ গ্রেডেশন লিস্ট—মুখ্যত সমিতির চাহিদায় RO এবং SRO-II ক্যাডারের খসড়া Gradation List প্রকাশিত হয়েছে এবং তার চূড়ান্ত প্রকাশের পূর্বে সংশোধনী পাঠানোর সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উক্ত পদগুলির শূন্যতা পূরণ করতে সমিতি তার তৎপরতা জারি রাখছে। এই ক্ষেত্রে সদস্যদের থেকে যে সকল সংশোধনী/ সংযোজনী পাওয়া গেছে, তা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিভাগীয় স্তরে পাঠানো হয়েছে।

৪.৪ কেন্দ্রীয় হল-সভা থেকে গৃহীত দাবী সনদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মাননীয় ACS&LRC-কে প্রদান করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়েছে। অনরূপভাবে প্রত্যেকটি জেলা কমিটিকে ওই দাবী সনদ জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করে তা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য প্রেরণের উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

৪. **মুখপত্র**: সমিতির মুখপত্র 'আলো' পত্রিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা এখনও থাকলেও তা অধিকাংশই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। মার্চ-এপ্রিল '২০২৫ সংখ্যা আগেই প্রকাশিত হয়েছে এবং জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে। এখন পত্রিকার মে-জুন '২০২৫ সংখ্যা প্রকাশিত হল। বিশেষ সম্মেলন সংখ্যা (স্যুভেনির) প্রকাশের কাজে বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। আগামী দিনে পত্রিকায় নতুন বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে আলোচনা হয়েছে। তবে এটা লক্ষ্য করা গেছে পত্রিকা জেলায় পৌঁছলেও বহুক্ষেত্রে তা সময়মতো সদস্য অনুগামীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় না। এই উদাসীনতা সমিতির কর্মকাণ্ডে অনভিপ্রেত এবং আগামী দিনে তা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে।

৬. **আশু করণীয় কর্মসূচি:**

৬.১ আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বর (২০২৫) মাস জুড়ে শিলিগুড়ি মালদা বোলপুর পুরুলিয়া মেদিনীপুর এবং কলকাতায় যে শিক্ষা শিবির তথা কর্মশালার আয়োজন করা হবে তা সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য উল্লেখ্য যে আগামী ০২/০৮/২০২৫ তারিখ প্রাথমিক পর্যায়ে মেদিনীপুরে একটি কর্মশালা হবে যেখানে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাকে কেন্দ্র করে কর্মশালা আয়োজিত হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যত্র তা সম্পন্ন করতে হবে।

৬.২ আগামী ২০/০৭/২০২৫ (রবিবার) বেলা ৩:০০টে থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

৬.৩ সমিতির দাবী সনদ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ স্টেট সার্ভিস গঠন, WBLRS Cadre Schedule প্রকাশ, সর্বোপরি RO দের ১৫ নম্বর স্কেলপ্রদান ও দ্রুত পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণের প্রয়াস জারী রাখতে ক্যাডার সংহতি গড়ে তুলতে হবে।

৬.৪ আগামী ৩১শে জুলাই, ২০২৫-এর মধ্যে সমস্ত সদস্য পদ পুনর্নবীকরণ সম্পন্ন করতে হবে। একই সাথে বকেয়া SST তহবিল দ্রুত প্রেরণ করার আহ্বান জানান হচ্ছে।

৬.৫ জেলা ভিত্তিক সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের বাস্তবতা নির্ধারণ করার জন্য জেলা কমিটির কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৬.৬ সমিতির প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে এবং সমমনোভাবাপন্ন ক্যাডারের মানুষদের সমিতির পতাকা তলে নিয়ে আসতে হবে।

সমিতিগত তৎপরতা

● সাম্প্রতিক কালপর্বে ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমিতির পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষ সমপে যে-সব পত্রাবলী প্রেরিত হয়েছে, সকলের জ্ঞাতার্থে সেগুলি নীচে মুদ্রিত করা হল:-

Memo No.: 18/ALLO/2025 Date: 29.07.2025

To
The Additional Chief Secretary &
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Subject: Threat Culture looming large.

Ref: Harrasment of Revenue Officer attached to the O/o, BL&LRO, Nabagram, Murshidabad District during the period from17/07/2025 to 25/07/2025.

Respected Sir,

In terms of the above subject and reference, I, on behalf of our association would like to draw your kind attention to the fact that the recurrence of the anarchial activities at the block level offices is seriously damaging the image of the government.

We have come to know that the miscreants appearing at the O/o,BL&LRO, Nabagram, harrased the officials while discharging their respective duty. It is even learnt that the officials have been threatened by the goons for dare consequences. So far as our knowledge is concerned, the district authority has been informed accordingly.

Much to our dismay, we see that it has become a very common practice that the hooligans are frequent at the government offices to do whatever they want as if they have every right to do so. Those scum of society hardly follow any rule of law to mitigate their grievance or greed.

Sir, it is well known to us that our offices particularly the offices at the block level, are running with acute staff shortage. In spite of the fact, our officials not only disçharge departmental works but they also take the responsibility of the extra departmental assignments

in order to serve the government in several social developmental programmes.

But, such type of lumpenisation is demoralising the government officials to discharge their duties. Irrespective of gender, caste, cread or religion, the officials are not at all feeling safe at their workplace to discharge their duty. As a result, the common people, the merginal people are the worst sufferers to avail the service properly.

Thus, for the sake of good governance, I, on behalf of our associatíon, would like to request you to take exemplary steps which will enhance the morale of the officials working under you.

Yours faithfully,
Sd/- Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.: 18/1(2)/ALLO/2025 Date: 29/07/2025

1. The Director of Land Records & Survey, and Jt. LRC, West Bengal with a request to look into the matter.
2. The Additional District Magistrate & District Land & Land Reforms Officer, Murshidabad with a request to look into the matter earnestly.

Yours faithfully,
Sd/- Krishanu Deb

Memo No.: 19/ALLO/2025 Date: 04/08/2025

To
The Additional Chief Secretary &
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Sub: **Promotion of the Revenue officers and Revenue Inspectors.**

Respected Sir,

On behalf of our association, I would like to mention here that the Final gradation list of the Revenue officers and also that of the Revenue Inspectors, have already been published by the Department. We have come to know that about 90 berths in the posts of Special Revenue Officer, Grade-II(SRO- II) and as good as 70 berths in the post of Revenue Officer

are lying vacant and ready to be filled up at once.

So, on behalf of the fraternity, I would like to request your kind self to take immediate measures to fill up those vacancies. This is also very much urgent to strengthen the block level infrastructure in order to handle the immense pressure of citizen centric service.

Sir, from our recent experience, we have seen that in this respect the tireless effort of your good office, got jeopardized to some extent due to insufficient data or record of the willing and eligible candidates. As a result of that not only some posts could not be filled up timely but also some of the willing candidates could not get the opportunity as their legitimate right.

Hence, it is our earnest request to your kind self only to consider the eligibility of the willing candidates for the very purpose. This may streamline the process effectively.

On behalf of our association, I hope you will be considerate enough to adjudge the interest of the officers working under your leadership.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/- Krishanu Deb

Copy forwarded to :-
Memo No.: 19/1(2)/ALLO/2025 Date: 04/08/2025

1. The Director of Land Records & Survey, and Jt. LRC, West Bengal with a request to look into the matter.

Memo No.: 7/ALLO/2025 Date- 07/07/2025

To
The Hon'ble Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee– Relief and Rehabilitation–
Nabanna– 6th Floor. Howrah.

Sub : **Promotion of officers of the L&LR&RR&R Dept. along with other related**

Respected Sir,

With the subject under reference, I, on behalf of our association– would like to bring to your kind notice the state of affairs prevailing in the department leading to unnecessary delay in promotion of the cadre.

I would like to emphasize here that a number of posts with rank of RO– SROéôéII and WBLRS cadre are still lying vacant. Such vacancy not only causes impairment in citizen centric services but also put extra burden on the shoulder of the officers who are already posted particularly– in the block level front offices– functioning with minimum logistical support. Such immense pressure sometimes led to unintentional and bonafide mistakes.

Vacancy

With respect to promotion– the assessment of vacancy in respective posts is of primordial importance. We may recall that the decision taken in the last DPC meeting to promote Sixty-Nine (69) ROs to the posts of SRO-IIs, so far only Forty-Four (44) ROs have been promoted. As per our information–,7 to 8 ROs couldn't get their promotion due to non-availability of SARS/ Asset Statements. Immediate steps may please be taken to expedite their promotion.

It is a well-known fact that promotion is not only an accreditation but also a financial benefit for the incumbent in recurrence..

a. Residual vacancy due to promotion from SRO-II to WBCS(Exe): Very recently as thirty-one (31) SRO-II got promoted to WBCS(Exe) cadre, as a feeder post to WBCS(Exe), the resultant vacancy in SRO-II posts to the tune of 31 posts must be added to the existing vacancy in SRO-II posts.

   Learning from reliable source there exist about eighty (80) vacancies in SRO-II cadre which can immediately be filled up by eligible ROS.

b. Resultant vacancy due to promotion from SRO-II to Assistant Director: Another scope of creating vacancy in SRO-II cadre can easily be availed by promoting Twenty-Two (22) of SRO-IIs to the post of Assistant Director due to availability of the said number of berths in the level of Assitant Director. Needless to mention that in turn, it will create Twenty-Two (22) numbers of vacancies in SRO-II cadre which can be filled up by ROs.

This capillary action will also extend the benefit to RIs who are eagerly waiting to be promoted to RO.

Publication of final gradation list of ROs & SRO-IIs

The basis of promotion to the respective cadres is the gradation lists of ROS & SRO-IIs. It is high time that the final gradation list ought to have been published at the earliest. The time limit for filing of objections on draft gradation list published so far, is over. The disposal of the objections must be expedited to ensure that there is no further delay in its final publication.

Assessment of delay in promotion of cadres

We just examined the fate of one batch of ROs namely 2011 batch of WBSLRS Gr-1. Today, a number of cadres of this batch are enjoying the service of WBCS(Exe) cadre. Some of them have been able to join SRO-II cadre. The rest are toiling as RO after a lapse of eleven (11) years. Such is the grotesque situation prevailing in the department.

We definitely feel for the RIs those got stuck in the choked pipeline of upward movement, bearing a pall of gloom.

As per our assessment, the root of the malady lies in the creation of a fragmented service rule of WBLRS.

Sir, on behalf of our association, we have unanimously adopted the most scientific charter of demand to achieve a rational and legitimate relief to our cadre creating minimal demand on the state exchequer. Only our demand can meet the challenge to the present impasse existing amongst the cadres, demotivating it to the extreme.

We are eager to place our charter of demand with a concrete analysis and the way out through which this imbroglio can be sorted out at your convenient audience.

This is for your kind perusal and necessary action.

With Regards

Yours faithfully,
Sd/- Krishanu Deb

Memo No.: 7/1/ALLO/2025 Date- 07/07/2025

Copy to:-

1. The Hon'ble Director of Land Records & Survey, and Jt. LRC, West Bengal with a request to look into the matter.

Yours faithfully,
Sd/- Krishanu Deb

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬

মনোরঞ্জন পাত্র

সূচনা:-

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ কার্যকরী হয় ১৭ই জুন, ১৯৫৬ তারিখ থেকে। আইনটি সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য পৃথক জম্মু ও কাশ্মীর হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ প্রচলিত আছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ এর মুখবন্ধ থেকেই এটা পরিষ্কার যে আইনটি হিন্দুদের মধ্যে উইল বা ইচ্ছাপত্র না করা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের (intestate succession) বিষয়ে প্রচলিত নিয়ম বা আইনের সংশোধন (amend) এবং বিধিবদ্ধ (codification) করাই হল উদ্দেশ্য। যদিও ৩০নং ধারাটি উইল দ্বারা উত্তরাধিকার (testamentary succession) এর বিষয়ে কিছু নিয়মের কথা বলেছে তথাপি এই আইনটিতে মূলত উইল না করা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়েই হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মের কথা বলা হয়েছে। ২০০৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বেশ কিছু সংশোধন করা হয়েছে যা এই সেপ্টেম্বরের, ২০০৫ তারিখ থেকে কার্যকর হয়।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে চারটি অধ্যায় (Chapter) এবং ৩১ টি ধারা আছে। প্রথম অধ্যায়ে 'প্রাথমিক' (Preliminary) শিরোনামে চারটি ধারা আছে তাতে 'সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও বিস্তৃতি (ধারা ১), প্রয়োগ (ধারা ২) সংজ্ঞাসমূহ ও ব্যাখ্যা (ধারা ৩) এবং আইনটির 'অতিক্রমকারী কার্যকারিতা (verriding effect) (ধারা ৪) সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে (Chapter-) 'intestate succession' এই শিরোনামে এবং দুটি উপ-শিরোনাম General ও 'General provisions relating to succession' এ মোট ২৫ টি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বিধৃত আছে (ধারা ৫-২৯নং)। যার মধ্যে ৫, ১৭ ধারাগুলি 'সাধারণ' এই উপশিরোনামে এবং ১৮ থেকে ২৯নং ধারাগুলি 'উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলী এই উপ শিরোনামে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে (Chapter-II) Testamentary Succession' এই শিরোনামে ঘোষণাকারী ৩০ নং ধারাটি আছে আর চতুর্থ অধ্যায়ে (Chapter-IV) বাতিলকরণ (Repeais) এই নামে একটিমাত্র ০১ নং ধারাটি ছিল যা পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে গিয়ে কার্যত কোন ধারা নেই। পরিশেষে ৮নং ধারা অনুসারে 'তপশীল' (schedule) যাতে প্রথম এবং দ্বিতীয় (class-l and class-1) শ্রেণীর উত্তরাধিকার বা ওয়ারিশদের তালিকা দেওয়া আছে।

প্রয়োগ: (২নং ধারা)

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ সেই সব ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য (ক) যারা ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু তা সে যে রূপেই হোক। বীরশৈব্য, লিঙ্গায়ৎ বা ব্রাহ্ম, প্রার্থনা বা আর্য সমাজের অনুগামীরাও এর অংশ। (খ) তাছাড়া যারা বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মাবলম্বী। (গ) যারা মুসলীম, খ্রীষ্টান, পারসী বা ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। যদি না এটা প্রমাণিত হয় যে সেই ব্যক্তি হিন্দু আইনদ্বারা বা সেই আইনের অংশ হিসেবে কোন প্রথাগত বা রীতি অনুযায়ী পরিচালিত হত না যদি এই আইন পাশ না হত তাদের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য।

এই আইনে কারা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ?

ধর্মের ভিত্তিতে তারাই হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ (ক) যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ পিতা-মাতার বৈধ বা অবৈধ সন্তান, (খ) যাদের পিতা-মাতার মধ্যে একজন উক্ত ধর্মাবলম্বী এবং যারা ঐ পিতা বা মাতার সম্প্রদায় বা পরিবারের সদস্য হিসেবে পালিত হয়েছে এবং (গ) যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মে ধর্মান্তরিত বা পুনঃ-ধর্মান্তরিত। উপরোক্ত বিষয়গুলি আইনটির ২নং ধারার ১নং উপধারায় বলা আছে। তবে উপরোক্ত ধারা বা উপধারায় যাই বলা যাক এই আইন ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬ নং অনুচ্ছেদের ২৫ নং অনুবন্ধ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে যারা তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যদি না কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনা কিছু নির্দেশ দেয়। [২ (২) ধারা] এই আইনের যে কোন অংশে 'হিন্দু' কথাটি বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু বলতে তাদেরও বোঝাবে যারা ধর্মের দিক থেকে হিন্দু না হলেও যাদের উপর এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য। অর্থাৎ হিন্দু বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের বোঝাবে। এই কারণে এই আলোচনায় পরবর্তী অংশে শুধুমাত্র হিন্দু কথাটিই উল্লেখ করা হবে তাতে বাকীদেরও বোঝাবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৭ই জুন, ১৯৫৬ তারিখ থেকে চালু হয়। এই আইনদ্বারা অকৃত উত্তরাধিকার (intestate succession) বিধিবদ্ধকরণের সাথে সাথে বেশকিছু মৌলিক এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যার সাহায্যে এই আইনটি অভিন্ন এবং সর্বাঙ্গীন একটি উত্তরাধিকার আইন হিসেবে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তির সাথে সাথে দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে প্রচলিত হিন্দু আইনের যেমন মারুমাকাট্টাম, আলিয়া সন্তান, এবং নাম্বুদ্রী পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিদেরও উপর কার্যকরী হয়।

পুরোনো কথা:-

পূর্বে হিন্দুদের মধ্যে উত্তবাধিকার বিষয়ে দুইটি আইন বা পদ্ধতি চালু ছিল। একটি হল 'মিতাক্ষরা' আর অন্যটি হল দায়ভাগ'। মিতাক্ষরা বিজ্ঞানেশ্বরের লেখা এবং দায়ভাগ জিমুতবাহন এর সৃষ্টি। দায়ভাগ বাংলা-য় এবং মিতাক্ষরা ভাবতের বাকী অংশে প্রচলিত ছিল। 'মিতাক্ষরা' মতে survivorship ও succession পদ্ধতিতে উত্তরাধিকার চলত এবং দায়ভাগ হতে শুধুমাত্র succession পদ্ধতি চালু ছিল। যার ফলে মিতাক্ষরা অংশীদারী সম্পত্তির ক্ষেত্রে (coparcenary property) survivorship এবং পৃথক বা স্বোপার্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে succession প্রথা চালু ছিল। survivorship এ শুধুমাত্র পুরুষেরা অংশীদার হতে পারত যার ফলে কেউ মারা গেলে তার অংশীদারী সম্পত্তি যা যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি তা জীবিত পুরুষদের মধ্যে বণ্টিত হত। মিতাক্ষরা অংশীদারী সম্পত্তিতে অংশীদারদের কারুর অংশ সুনির্দিষ্ট বা স্থির ছিল না কারণ কোন একজন অংশীদারের মৃত্যুতে অংশ বাড়ে আবার কোন অংশীদারের জন্ম হলে তা কমে যায়। মহিলা কোনভাবেই মিতাক্ষরা অংশীদারী সম্পত্তিতে অংশীদার (coparceners) সদস্য হতে পারত না। কিন্তু ২০০৫ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন অনুযায়ী অংশীদারদের কন্যারা পুত্রের সাথে সমান অংশও অধিকারে অংশীদার হতে পারবে।

বর্তমানে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন:-এই আইনের ৪ নং ধারা অনুসারে, যে বিষয়ে এই আইনে বিধান আছে সেই বিষয়ে আইনটি চালু হওয়ার অব্যবহিত আগে পর্যন্ত বলবৎ যে কোন হিন্দু আইনের বা তার অংশগত প্রথা (custom) বা ব্যবহার (usage) অনুযায়ী নিয়ম বা ব্যাখ্যার আর কোন অস্তিত্ব বা প্রয়োগ থাকবেনা। যার ফলে ৪নং ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের, ১৯৫৬ কিছু বিশেষ এস্টেট বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, যে হিন্দু দম্পতির বিয়ে বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে এবং যার জন্য ঐ আইনের ২১ নং ধারার বিধানবলে ঐ হিন্দু দম্পতির বা তাদের সন্তানদের সম্পত্তি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই সম্পত্তির এই হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের আওতার বাইরে। এছাড়া ভারতীয় কোন রাজ্যের শাসকের সম্পত্তি ভারত সরকারের সাথে বিশেষ চুক্তি বলে অথবা এই আইন চালু হওয়ার আগে কোন বলবৎ আইনের শর্তানুসারে যখন কেবলমাত্র একক কোন উত্তরাধিকারের উপর বর্তায় সেই সম্পত্তি এই আইনের আওতার বাইরে। এছাড়া অনুবন্ধ-এ উল্লেখিত কিছু Estate বা Palace funds এই আইনের অধীন নয়।

(ক) **মিতাক্ষরা অংশীদারী সম্পত্তির ক্ষেত্রেঃ-** হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ প্রচলিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মকানুন কিছু পরিবর্তন বা সংশোধন করলেও মূল 'মিতাক্ষরা' বা দায়ভাগ রীতি বা দক্ষিন ভারতে প্রচলিত রীতি নিয়মের বেশ কিছু রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন ৬ নং ধারায় 'মিতাক্ষরা' রীতি অনুযায়ী অংশীদারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিধান প্রায় কিছুই পরিবর্তন না করেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র ৩০ নং ধারার বিধানবলে উক্ত সম্পত্তিতে' উইল করবার অধিকার আরোপ করা ছাড়া। কন্যাসন্তান কখনই মিতাক্ষরা অংশীদার হতে পারত না। ২০০৫ সালের সংশোধনের পূর্বে ৬ নং ধারায় বলা ছিল যদি কোন পুরুষ হিন্দু এই আইন বলবৎ হওয়ার পর অংশীদারী সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ রেখে মারা যান, তাহলে তার ঐ স্বার্থ জীবিত থাকার নিয়ম (survivorship) অনুযায়ী জীবিত সদস্যের উপর বর্তাবে, এই আইনের বিধানানুসারে নয়। কিন্তু যদি তিনি কোন মহিলা আত্মীয় (তপশীলের প্রথম শ্রেণীর) রেখে মারা যান তাহলে মিতাক্ষরা অংশীদারী সম্পত্তিতে তাঁর যা স্বার্থ তা এই আইনের অধীনে উইল দ্বারা উত্তরাধিকার (testamentary succession) বা অকৃত উত্তরাধিকার অনুসারে তাঁর উত্তরাধিকারের উপর বর্তাবে। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে ঠিক তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যদি সম্পত্তি বণ্টন (Partition) হত তাহলে তার উপর যে অংশ বর্তাতে পারত এখানে তাই তার স্বার্থ বলে বিবেচিত হ'বে।

কিন্তু হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ দ্বারা এই বিধানের আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে নতুন ৬নং ধারায় বলা হল এই সংশোধনী আইন কার্যকরী হওয়া (৯.৯.০৫) থেকে মিতাক্ষরা আইন দ্বারা পরিচালিত যৌথ হিন্দু পরিবারে কোন কন্যা সন্তান নিজের অধিকারে পুত্রের মতো জন্মসূত্রে অংশীদার হবে এবং পুত্র সন্তানের যা অধিকার তারও সেই অধিকার থাকবে। শুধু অধিকার নয়, দায়িত্বও সমান থাকবে। যার ফলে হিন্দু মিতাক্ষরা অংশীদার বলতে কন্যা সন্তানকেও বোঝাবে। এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যেহেতু কন্যাসন্তান এখন থেকে অংশীদারের পুত্রসন্তানের সাথে একই সারিতে বসার সুযোগ পেল, সেহেতু কন্যাসন্তানদের অংশীদারী সম্পত্তিতে সমস্ত রকম অধিকার এমনকি পার্টিশন চাইবারও অধিকার থাকছে। এমনকি ৬(২) ধারায় আছে, যখন কোন মহিলা হিন্দু ৬(১) ধারামতে অংশীদারী মালিকানা পায় তখন তিনি ঐ সম্পত্তি উইল করার অধিকার সহ ভোগদখল করতে পারেন।

৬(৩) ধারামতে, যখন কোন হিন্দু ঐ সংশোধনী আইন, ২০০৫ লাগু হওয়ার পর মারা যান তাঁর ঐ মিতাক্ষরা যৌথ সম্পত্তিতে যে স্বার্থ তা কৃত উত্তরাধিকার বা অকৃত উত্তরাধিকার হিসেবে উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তাবে, জীবিত থাকার নিয়মে নয়। এক্ষেত্রেও ধরে নেওয়া হবে হিন্দু ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত আগে সম্পত্তির বিভাগ বণ্টন হয়ে গেছে এবং নিয়মানুসারে পুত্র ও কন্যাসন্তান উভয়েই সমান অংশ পেয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে, তা হোল, কোন আদালত শুধুমাত্র পবিত্র দায়িত্ব (Pious Obligation) হিসেবে কোন পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রের বিরুদ্ধে তাদের পিতা, পিতামহ বা প্রপিতামহের করা ঋণের অর্থ উদ্ধারের কোন মামলা দায়ের করার অধিকার স্বীকৃতি দেবে না। [৬ (৪) ধারা]

তবে ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৪ এর আগের কোন পার্টিশনের ক্ষেত্রে ৬ ধারার নতুন নিয়ম কার্যকরী হবে না। দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম সমুদ্র উপকুল এলাকায় এযাবৎ প্রচলিত কিছু বিচিত্র যৌথ সম্পত্তির পরিচালন রীতি যেমন মারুমাকাট্টাম, নাম্বুদ্রী বা আলিয়া সন্তান পদ্ধতিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার এই হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা বলা হল। তবে ১৭ নং ধারাতে সেই রীতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হ'ল।

(খ) **পুরুষদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে:-** এর পর হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ নং ধারায় বলা হল হিন্দু পুরুষ যিনি কোন উইল করে যাননি তাঁর সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর প্রথমতঃ তপশীলে বর্ণিত প্রথম শ্রেণী (class-IV.) উত্তরাধিকারীর উপর বর্তাবে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম শ্রেণীর কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত (class-II) উত্তরাধিকারীর উপর বর্তাবে। তৃতীয়তঃ যদি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে তাঁর Agnateদের মধ্যে এবং চতুর্থতঃ যদি কোন Agnate না থাকে তাহলে Cognates দের মধ্যে বর্তাবে। Agnate বলতে যারা একে অপরের সাথে পুরোপুরিভাবে পুরুষ ব্যক্তির মাধ্যমে রক্তের সম্পর্কে বা দত্তকসূত্রে আত্মীয়। যেমন কাকার ছেলে, ভাইয়ের মেয়ে। কিন্তু যারা পুরোপুরিভাবে পুরুষ সদস্য দ্বারা সম্পর্কিত নয় তাদের Cognate বলা হয়। যেমন বোনের মেয়ে, মামার ছেলে। এই ৮ নং ধারাটি উত্তরাধিকারের বিষয়ে একটি নতুন তথা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রস্তাবনা করেছে। ৮ নং ধারার যে বিধান তার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী 'তপশীল যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীর তালিকা দেওয়া আছে তার ৮নং ধারাগুলিতে যে নিয়মকানুন বলা আছে তাদের একত্রে বিবেচনা করলে উত্তরাধিকারের রূপরেখাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথম শ্রেণীর তালিকায় প্রথমতঃ ১২ জন উত্তরাধিকারীর কথা বলা ছিল, কিন্তু ২০০৫ এর সংশোধনীর পর আরও ৪ জনের নতুন সংযোজন হয়েছে। ফলে মোট ১৬ জনের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, ১৯৩৭ সালের আগে কোন হিন্দু পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত কেবলমাত্র তিনজন যথা পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র এবং পূর্ব মৃত পুত্রের পূর্ব মৃত পুত্রের পুত্র। হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন, ১৯৩৭ এর ফলে আরো তিনজন যথা ঐ মৃত হিন্দু পুরুষের বিধবা স্ত্রী, তাঁর পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পূর্ববৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী, তালিকাভুক্ত হ'ল। তারপর হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ তে আরো ৬ জন সংযুক্ত করে মোট বারোজনের তালিকা প্রথমশ্রেণীর উত্তরাধিকারী হিসেবে তৈরী হয়েছিল। সবশেষ সংশোধন আইন, ২০০৫ এর ফলে আরো ৪জন ঐ তালিকায় যুক্ত হ'ল যারা আগে দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভূক্ত ছিল। 'পিতা' দ্বিতীয় শ্রেণী ব প্রথম এন্ট্রিতে বাকল আর 'মা' কিন্তু প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত হ'ল। ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি নিয়ম অনুসারে (৯ নং ধারায়) প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ একই সাথে সমান অংশে এবং অন্যদের বাদ দিয়ে পাবে; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম এন্ট্রির উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় এন্ট্রির থেকে অগ্রাধিকার পাবে এবং দ্বিতীয় এন্ট্রির উত্তরাধিকারী তৃতীয় এন্ট্রির থেকে অগ্রাধিকার পাবে। এই ভাবে চলতে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোট ৯টি এন্ট্রি রোমান হরফে আছে। মোট ২৬ জনের উল্লেখ আছে। প্রথমেই পিতা, তারপর দ্বিতীয় এন্ট্রিতে ছেলের মেয়ের ছেলে-মেয়েরা, এবং ভাই-বোন, তৃতীয়তঃ মেয়ের ছেলের ছেলে-মেয়েরা, এবং মেয়ের মেয়ের ছেলেমেয়েরা, চতুর্থ এন্ট্রিতে

ভাইয়ের এবং বোনের ছেলে মেয়েরা, পঞ্চম এন্ট্রিতে বাবার বাবা-মা, ষষ্ঠ এন্ট্রিতে বাবার বিধবা স্ত্রী (বিমাতা) এবং ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী, সপ্তমে কাকা পিসিমা, অষ্টমে মায়ের পিতা-মাতা এবংসবশেষে নবম এন্ট্রিতে মায়ের ভাই-বোন-এর উল্লেখ আছে। ফলে কার্যত এতগুলি স্তর পেরিয়ে এগনেট, বা কগনেটদের সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এখানে পুত্র বা কন্যা বলতে দত্তক পুত্র বা কন্যাদেরও বোঝাবে। এমনকি পালক পিতা-মাতাও পিতা বা মাতার সংজ্ঞাতে আসবে। সংশ্লিষ্ট পুরুষ হিন্দু মারা যাওয়ার সময় যে সন্তান মাতৃ গর্ভে ছিল এবং পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করে সেও ঐ মৃত ব্যক্তির সন্তান হিসেবে সম্পত্তি পাবে (২০ নং ধারা)। কিন্তু অবৈধ সন্তান কখনই ঐ মৃত বাক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে না কিন্তু ঐ সন্তানের নাবালক অবস্থায় পিতার কাছ থেকে বা পিতার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ভরনপোষণ পাওয়ার অধিকার আছে (হিন্দু দত্তক ও ভরনপোষণ আইন, ১৯৫৬ ধারা ২০,২১,২২ ও ২৪)। অন্যদিকে বাতিল বা বাতিল যোগ্য বিবাহের ফলে যে সন্তানের জন্ম তারা পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ এর ১৬ নং ধারামতে বৈধ সন্তান হিসেবে উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য। স্ত্রীর অন্য স্বামীর সন্তান সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী নয়। ২৮ নং ধারা অনুসারে শারীরিক বা মানসিক বিকলাঙ্গতা বা বিকৃতি অথবা কোন রোগের কারণে কেউ উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা হারাবে না।

মৃত ব্যক্তির মাকে প্রথম শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। ফলে মা জীবিত থাকলে ঐ ব্যক্তির পুত্র কন্যাদের সাথে সমানভাবে সম্পত্তি পাবেন। এমনকি ঐ ব্যক্তি যদি অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান মা জীবিত থাকলে ঐ ব্যক্তির একমাত্র উত্তরাধিকার মা-ই। কিন্তু মা এর সংজ্ঞায় পালক মা আসলেও বিমাতা আসবে না। তবে তিনি তার অবৈধ সন্তানেরও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু বাবা অবৈধ সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। পালক পিতা তার দত্তক সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পিতা দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম এন্ট্রিতেই তালিকাভুক্ত।

যারা প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী তাদের মধ্যে সম্পত্তি বিতরণের নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছে ৪০ নং ধারায়। ১নং বিধি অনুসারে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী বা একাধিক বিধবা স্ত্রী থাকলে তারা একত্রে একটি অংশ পাবে। ২নং বিধি অনুসারে মৃত ব্যক্তির জীবিত পুত্র ও কন্যারা এবং মা প্রত্যেকে একটি করে অংশ পারে। ৩নং বিধি অনুসারে পূর্বমৃত পুত্রের বা পূর্বেমৃত কন্যার প্রতিটি শাখার উত্তরাধিকারীগণ নিজেদের মধ্যে একটি করে অংশ পাবে। ৪নং বিধিতে বলা আছে, ৩নং বিধিতে যে অংশের উল্লেখ আছে তা পূর্বমৃত পুত্রের শাখার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হবে যে ঐ পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা বিধবা স্ত্রীগণ একত্রে এবং জীবিত পুত্র, কন্যারা সমান অংশ পাবে এবং তার পূর্ব মৃত পুত্রের প্রতিটি শাখা একই অংশ পাবে। তাছাড়া পূর্বে মৃত কন্যার প্রতিটি শাখার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে বিতরিত হবে যে জীবিত পুত্র ও কন্যারা সমান অংশ পাবে।

(গ) **মহিলাদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে:-** ৮ নং ধারায় যেমন হিন্দু পুরুষ উইল না করে মারা গেলে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়ে বিস্তারিত বিধান দিয়েছে, তেমনি হিন্দু মহিলা উইল না করে মারা গেলে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করেছে ৬৫ নং ধারায়। এই ধারাবলে হিন্দু মহিলার উইল না করে মারা যাওয়ার পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিন্ন রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এই ধারায় বিধান বা নিয়মগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একে ১৬ নং ধারায় যে নিয়মাবলি আছে তার সাথে একসাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ঐ ধারাগুলি এ ব্যাপারে পরিপুরকের কাজ করে।

১৫(১) ধারায় বলা হল কোন হিন্দু মহিলা উইল না করে মারা গেলে ১৬ নং ধারায় সুচিত নিয়মানুসারে:-

(ক) প্রথমতঃ মৃত পুত্র বা কন্যার পুত্র-কন্যারা সহ অন্যান্য জীবিত পুত্র, কন্যা ও স্বামী,

(খ) দ্বিতীয়তঃ স্বামীর উত্তরাধিকারীগন।

(গ) তৃতীয়তঃ মাতা ও পিতা

(ঘ) চতুর্থতঃ পিতার উত্তরাধিকারী গন

(ঙ) পরিশেষেঃ মাতার উত্তরাধিকারী গন এর উপর বর্তাবে।

তবে ১৫ (২) নং ধারায় বলা হল, ১৫ (১) নং ধারায় যাই বলা থাক না কেন (ক) একজন হিন্দু মহিলা তাঁর পিতা মাতার কাছ থেকে 'উত্তরাধিকার' সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্ত হলে সেই সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র-কন্যা বা পূর্বস্থ পুত্র-কন্যার সন্তান সন্ততি না থাকলে (১) নং উপধারায় উল্লেখিত ক্রমঅনুযায়ী উত্তরাধিকারীগণের উপর না বর্তে সরাসরি পিতার উত্তরাধিকারীগণের উপর বর্তাবে। আর (খ) যদি স্বামী বা শ্বশুর মশায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তি পেয়ে থাকে তাহলে (১) নং উপধারায় উল্লেখিত ক্রমানুসারে না বর্তে স্বামীর উত্তরাধিকারীগণের উপর বর্তাবে। যাই হোক, ১৫(১) ধারায় পাঁচটি শ্রেণীর উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে (a) থেকে (e)। তবে ১৫(২) নং ধারায় যে ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে তাতে সম্পত্তির প্রাপ্তির উৎসের উপর নির্ভর করেই উত্তরাধিকার ঠিক করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য। অন্য কোন সম্পত্তিতে ১৫(১) ধারা প্রযোজ্য। ফলে পিতামাতা বা স্বামী-শ্বশুরের কাছ থেকে দান, উইল দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৫(১) ধারার নিয়ম প্রযোজ্য।

১৬ নং ধারায় উল্লেখ করা হোল ১৫ ধারার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কোন ক্রমানুসারে এবং কিভাবে সম্পত্তি বিতাড়িত হবে। ১ নং বিধি অনুসারে কোন এক এন্ট্রিতে উল্লেখিত উত্তরাধিকারীগণ পরবর্তী এন্ট্রির উত্তরাধিকারীগণের থেকে অগ্রাধিকার পাবে এবং একই এন্ট্রির সকলে সমানাধিকার পাবে। ২ নং বিধিতে বলা হোল, যদি ঐ মহিলা মারা যাওয়ার পূর্বেই তাঁর কোন পুত্র বা কন্যা মারা যায় তবে সেই মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তান-সন্ততি যদি জীবিত থাকে তাহলে ঐ মহিলা মারা যাওয়ার পর তাঁর সম্পত্তি তাঁর নিজের পুত্র-কন্যা যে রকম অংশ লাভ করত মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তান-সন্ততি নিজেদের মধ্যে সেই অংশই পাবে।

১৫ নং ধারায় পুত্র বা কন্যা বলতে দত্তক পুত্র বা কন্যাকেও বোঝাবে। তবে স্বামীর অন্য স্ত্রীর পুত্র বা কন্যা এই পুত্র-কন্যার সংজ্ঞায় আসবে না। তবে তারা দ্বিতীয় (৮) এন্ট্রিতে স্বামীর উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তি পেতে পারে। অবৈধ সন্তান তার মার সম্পত্তি পেতে পারবে। তেমনি বাতিল বা বাতিলযোগ্য বিবাহজনিত কারণে জন্ম নেওয়া সন্তানও তাদের মায়ের ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। স্বামীর মৃত্যুর সময় গর্ভজাত সন্তানও সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। স্বামী বলতে আইনত বিবাহিত স্বামীকে বোঝানো হয়েছে যিনি ঐ মহিলার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন।

মহিলার 'জীবন স্বত্বে' প্রাপ্ত সম্পত্তিও ১৫ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত হবে কারণ ঐ 'সীমাবদ্ধ সম্পত্তি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ১৪ নং ধারামতে ঐ মহিলা তাঁর পূর্ণ অধিকার পান। ১৪ নং ধারাটি একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান যার বলে এক সময়ে মহিলাদের সম্পত্তির উপর যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ছিল তার পরিবর্তন করে ঐ সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হল। বলা হোল, কোন মহিলা যদি কোন সম্পত্তি এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার আগে বা পরে প্রাপ্ত হয়ে দখলে থাকেন তাহলে সেই সম্পত্তি তিনি সীমাবদ্ধ মালিক হিসেবে নয়, পূর্ণ মালিক হিসেবে রাখতে পারবেন।

এই আইন প্রবর্তনের আগে মহিলাদের সম্পত্তির উপর অধিকার ছিল সীমিত বা সীমাবদ্ধ এবং তা ছিল কিছু বিধি নিষেধে আবদ্ধ। যার কারণে তাঁরা ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারতেন সারাজীবন, কিন্তু কোন বিক্রি, দান বা উইল করার কোন অধিকার তাদের ছিল না। 'স্ত্রীধনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্ষমতা থাকলেও তা সম্পত্তির উৎস এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করত। এছাড়া স্ত্রীধনের মালিকানা হিসেবে অধিকার নির্ভর করত ঐ মহিলার কুমারী, বিবাহিত বা বৈধব্য অবস্থানের উপর। কুমারী বা বিধবা অবস্থায় স্ত্রীধন বিক্রি দান করবার ক্ষমতা থাকলে বিবাহিত অবস্থায় এ ক্ষমতা ছিল না, সেক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন ছিল। ১৪ (১) নং ধারাবলে সেই সব সীমাবদ্ধতা দূর করে সম্পত্তির উপর মহিলার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হোল।

এক্ষেত্রে (১) উপধারার ব্যাখ্যায় সম্পত্তি বলতে স্থাবর ও অবস্থার সবরকম সম্পত্তি যা মহিলা হিন্দু উত্তরাধিকার সূত্রে বা পার্টিশনের মাধ্যমে অথবা ভরণপোষণ হিসেবে বা দানের মাধ্যমে তা কারুর কাছ থেকে (আত্মীয় বা অন্য কেউ) বিয়ের আগে, সময় বা পরে বা নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমের মাধ্যমে বা ক্রয় মাধ্যমে বা অন্য কোন ভাবে প্রাপ্ত হয় সেই সম্পত্তিকে বোঝানো হয়েছে এবং এর সাথে স্ত্রীধনও যুক্ত হবে। (২) উপধারায় ব্যতিক্রম আছে যেখানে সম্পত্তি দান বা উইল বা অন্য কোন দলিল অথবা কোর্টের ডিক্রী বা আদেশমূলে প্রাপ্ত কিন্তু তাতে ঐ দান উইল, দলিল বা ডিক্রী, আদেশে যদি 'সীমাবদ্ধ সম্পত্তি' (restricted estats) বলে শর্ত থাকে তাহলে ১৪(১) উপধারা বলে পূর্ণ মালিকানার আওতায় আসবে না।

(ঘ) **সাধারণ নিয়মাবলী:-** ৬ নং ধারা থেকে ১৭ নং ধারায় মিতাক্ষরা অংশীদারী সম্পত্তি, দক্ষিণ ভারতে বিশেষ পারিবারিক সম্পত্তি, পুরুষের সম্পত্তি এবং মহিলার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়ে বলা হয়েছে।

এরপর ১৮ নং ধারা থেকে ২৮ নং ধারা পর্যন্ত এইসব সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১৭ নং ধাবার পরিপূরক বিধানের ব্যবস্থা করা হোল। ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছে একই পিতার ঔরসজাত এবং একই মায়ের গর্ভজাত (Full blood) সন্তান হিসেবে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত উত্তরাধিকারীগণ একই পিতার ঔরসজাত কিন্তু ভিন্ন মাতৃগর্ভে জাত সন্তানগণ (Half blood) অপেক্ষা উত্তরাধিকার সূত্রে অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ অকৃতেষ্টির সম্পত্তিতে তার সহোদর উত্তরাধিকারীগণ বিমাতৃক উত্তরাধিকারীগণ অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাবেন।

১৯নং ধারায় আছে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যৌথভাবে নয় পৃথকভাবে সমান অংশে এবং মাথাপিছু হিসেবে সম্পত্তি পাবেন।

২০ নং ধারাবলে অকৃতেষ্টির মৃত্যুর সময় মাতৃগর্ভের সন্তান পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করলে সেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং তা অকৃতেষ্টির মৃত্যুর দিন থেকেই পাবে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে ঐ সন্তান ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর আগেই জন্মগ্রহণ করেছে।

তাছাড়া ২১ নং ধারায় বলা হোল, যখন কোন দুজন ব্যক্তি মারা যায় একই সাথে কিন্তু বোঝা যায় না কে কার উত্তরাধিকারী হবে আগে মৃত্যুর কারণে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে বয়সে যে ছোট বড় জনের পরে মারা গেছে।

২৩ নং ধারায় বলা ছিল, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর যদি মহিলা ও পুরুষ উত্তরাধিকারী ঐ সম্পত্তি (বাসযোগ্য বাড়ীসহ) পায় এবং ঐ বাসভূমিতে ঐ বাক্তির পরিবারের সদস্যগণই শুধু বসবাস করে সেক্ষেত্রে বসতবাড়ীর পার্টিশন এই মহিলা উত্তরাধিকারীগণ চাইতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ ঐ বিভাগ বণ্টন চাইছে। কিন্তু ঐ মহিলা উত্তরাধিকারীর ঐ বাড়ীতে বসবাস করার আধিকার থাকবে তবে যদি ঐ মহিলা উত্তরাধিকারী

ঐ বাক্তির কন্যা হয় তাহলে ঐ কন্যা আবিবাহিতা বা স্বামীবিচ্ছিন্না বা বিধবা হলে তবেই ঐ বাড়ীতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু ২০০৫ সালে সংশোধনী বলে ২৩ নং ধারাটি বাতিল হয়ে গেছে। ফলে মহিলা উত্তরাধিকারীর যৌথ হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি (বসতবাটিসহ) তে পার্টিশন চাইতে আর কোন অসুবিধা রইল না। এমনকি কন্যারা যে কোন অবস্থায় পৈতৃক বসতবাটিতে বসবাসও করতে পারবেন। এই বিধানের মাধ্যমে এবং ৬ নং ধারায় পরিবর্তন সাধন করে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে (মিতাক্ষরা অংশীদারীর বিষয় সহ) পুরুষের সাথে মহিলাদের একই পংক্তিতে বসানো হোল যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ন্যায় নীতি এবং অধিকারের প্রশ্নে।

(ঙ) **উত্তরাধিকারীগণের অযোগ্যতার নিয়ম:-** তেমনি, ২৪ নং ধারাবলে কোন ব্যক্তির পূর্বোক্ত পুত্রের বিধবা স্ত্রী অথবা ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী যদি ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর আগে পুনর্বিবাহ করত তাহলে তারা ঐ ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। এই ২৪ নং ধারাটিও ২০০৫ সালের সংশোধনীতে বাতিল হয়ে গেছে। যার ফলে ঐ সমস্ত বিধবাদের পুনর্বিবাহের কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে স্বামীর পিতা, পিতামহ বা দাদা-ভাইয়ের সম্পত্তি পেতে অসুবিধে থাকলো না। ২৪-২৮ নং ধারাগুলো উত্তরাধিকারীদের বিশেষ অযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে।

যেমন ২৫নং ধারায় বলা হয়েছে খুন হওয়া ব্যক্তির সম্পত্তিতে ঐ খুনী বা খুনে প্ররোচনাকারী কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। তবে ঐ খুনী বাক্তি অন্য কারুর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারবে না তা কিন্তু নয়।। আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারীও আত্মহত্যাকারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। তবে অভিযুক্ত ঐ অভিযোগ থেকে আদালত মাধ্যমে মুক্তি পেলে উত্তরাধিকারী হতে বাধা নেই।

তেমনি ২৬ নং ধারায় বলা আছে, ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, ধর্মান্তরকরণের পর জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততি এবং ঐ সন্তান-সন্ততির উত্তরসূরী যারা তারা কেউ তাদের হিন্দু আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেনা। যদি অবশ্য ঐ সন্তান-সন্ততিরা উত্তরাধিকারের ঘটনার সময় হিন্দু হলে তারা উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

২৭ নং ধারায় বিধান দেওয়া হল যে যারা উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা এই আইনের বলে হারাল তারা ঐ মৃত ব্যক্তির পূর্বেই মারা গেছে ধরে নেওয়া হবে এবং সেই ভাবেই উক্ত সম্পত্তি বর্তাবে অন্যদের উপর।

কিন্তু রোগ বা বিকলাঙ্গতা বা বিকৃতির কারণে বা এই আইনে অযোগ্যতার কারণ উল্লেখ নেই এমন কোন কারণে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী প্রশ্নে অয়োগা বলে পরিগণিত হতে পারবে না (২৮নং ধারা)।

২৯ নং ধারায় বলা হল, যদি এই আইনের বিধানমত কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী পাওয়া না যায় তাহলে মৃত অকৃতেষ্টির সম্পত্তি সরকারের উপর সমস্ত দায় সহ বর্তাবে।

(চ) **উইল দ্বারা উত্তরাধিকার:-** তৃতীয় অধ্যায়ে উইল বা অন্যান্য কৃত উত্তরাধিকারের বিষয়ে কোন হিন্দুর অধিকার নিয়ে কিছু কথা বলা আছে। ৩০ নং ধারায় বলা হল কোন হিন্দু ব্যক্তি যে তার সম্পত্তি উইল করে যেতে পারে তাই আবার বিবৃত করা হয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এই অধিকারে মিতাক্ষরা অংশীদারী সম্পত্তি বা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিও আসবে। অর্থাৎ অংশীদারী সম্পত্তিতে উইলের অধিকার দেওয়া হোল যা আগে ছিল না এমনকি ২০০৫ সালের সংশোধনীর পর মহিলারাও মিতাক্ষরা সম্পত্তিতে উইল করার অধিকার পেল, যা তাদের আগে ছিল না।

তপশীল (৮নং ধারা দ্রষ্টব্য)

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ

প্রথম শ্রেণী

পুত্র, কন্যা, বিধবা স্ত্রী, মা, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পুত্র, পূর্বমৃত কন্যার কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্ব পুত্রের বিধবা স্ত্রী, পূর্বমৃত কন্যার পূর্বমৃত কন্যার পুত্র, পূর্বমৃত কন্যার পূর্বমৃত কন্যার কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত কন্যার কন্যা।

দ্বিতীয় শ্রেণী

বাবা

(১) ছেলের মেয়ের ছেলে, (২) ছেলের মেয়ের মেয়ে (৩) ভাই, (৪) বোন

মেয়ের ছেলের ছেলে (২) মেয়ের ছেলের মেয়ে (৩) মেয়ের মেয়ের ছেলে (৪) মেয়ের মেয়ের মেয়ে

(১) ভাইয়ের ছেলে (২) বোনের ছেলে (৩) ভাইয়ের মেয়ে (৪) বোনের মেয়ে

বাবার বাবা, বাবার মা

বাবার বিধবা স্ত্রী (বিমাতা), ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী

বাবার ভাই, বাবার বোন

মায়ের বাবা, মায়ের মা

মায়ের ভাই, মায়ের বোন

✶✶✶
✶✶
✶

Notes on Seniority and Gradation List

Anjana Bhattacharya

The Supreme Court has affirmed that employees have the right to seniority in the workplace. This decision upholds the importance of recognizing and valuing the experience and tenure of employees within an organization. Seniority plays a crucial role in determining various aspects such as promotionsand other employment opportunities.In West Bengal, the question of seniority among government servants is governed by West Bengal Service (Determination of Seniority) Rules, 1981.

At the time of inception of a cadre or a service, the pre-existing personnel/officers [promotes] and thereafter the newly inducted personnel/officers [direct recruits] are placed in a hierarchy of relative **seniority** termed as gradation list. **Gradation List is the compilation of service particulars of the employee in a cadre depicting inter-se-seniority and prepared on the basis of the principles/rules and subject to judicial review limiting the scope to see whether the Executive Orders / Rules as made/framed are arbitrary, irrational thereby leading to inequality of opportunity amongst the employees belonging to the same cadre.**A Government servant's trajectory of promotion, advancements in career and other benefits dependent on length of service are determined by his/her position in such gradation list indicating his/her seniority besides completion of satisfactory continuous service. The gradation list is of pivotal significance in Government Service and the following discussion may be helpful in understanding the intricacies of the matter. To break the monotony of discussion and to address common concerns, we indulge in the question answer format:

i. **What are the criteria that determine the position of an officer in the gradation list?**

- Primarily, the position of an officer, at the entry level,in the gradation list is determined by his/ her date of recruitment. The relative position of officers among others recruited in the same batch vide the same examination is determined by his position in the merit list of recruitment examination.
- In the context of the creation of the WBLRS there is bound to be an impact of direct recruitment on the position of officers absorbed into WBLRS from SRO-II.
- Declining of promotion by an officer also leads to downward displace-

ment in hierarchical position relative to officers who were placed below the concerned officer.

- Non-availability of DP – VC clearance and imposition of penalty in Departmental proceeding as consequence of which promotion is not allowed during pendency of penalty period. ACR marking and SAR evaluation result which are considered at the time of promotion are also factors that influence the position in Gradation list.
- Because of the policy of accelerated promotion, a member of the reserved category of employees, under the quota rule, may move to the promotional post or cadre earlier than the general category of employees.

ii. What is the process of drawing up and publishing the gradation list? What information / particulars of officers are included in the gradation list?

A draft gradation list of officers is prepared containing the full name, date of birth, category as directly recruited or promotee, date of joining/ date of promotion, caste, home district and remarks (if any).

The said draft is forwarded as a memorandum,for circulation among incumbent officers, to the DLRS&LRC, WB; the District Magistrate & Collector(s) andthe ADM and DL&LRO of all districts; the 1st LAC, Kolkata; Thika Controller, Kolkata; Thika Controller, Howrah; Rent Controller, Kolkata inviting claims and objections for inclusion, deletion, modification of entries with duly attested/ authenticated copies of supporting documents in support of claims within stipulated period.

The gradation list is thereafter finalized, after a brief hearing, if necessary and published after incorporating the necessary rectifications. Besides forwarding copy of such list to the I.S.U. and other wing establishments, the same is made available online in the departmental website www.banglarbhumi.gov.in.

iii. Is there a time bar to apply for rectification in matters of seniorityas reflected in gradation list?

Proper determination of seniority is a service right and it can be challenged claiming rectification. As stated earlier, after publication of draft of gradation list, the necessary rectification may be claimed and such claim must be substantiated with relevant documents. This process of submitting objections and claiming rectifications should ideally be completed in the intervening period between the notification of the draft gradation list and the publication of the

final gradation list. Stale claims beyond a reasonable period of time may not be considered on grounds of unsettling a settled matter and adversely affects the seniority of others placed above or below the incumbent in the gradation list, as the case may be. **The Supreme Court has emphasized that delay and laches can be a valid reason to deny relief in service matters. Filing representations doesn't automatically revive a stale claim.The court held that a stale claim doesn't become a "live" claim merely because the employee belatedly files representations**. [Union of India – vs – C. Girija]

iv. Is there any scope for judicial intervention? What are the pre-conditions to be satisfied?

If any Government servant is aggrieved by the seniority assigned to him/her, he/she may approach the Court. The tribunal/ Court has the power to make judicial intervention depending on the merit of the case.

However, the following conditions must be satisfied:

there should not be inordinate and inexplicable delay in seeking remedy. **The Hon'ble Supreme Court has observed that a person aggrieved by an order promoting a junior over his head should approach the court within six months, or at themost, within a year after such promotion**, though there is no period of limitationfor the exercise of powers underArt.226. **Except in exceptional cases, it would be a soundand wise exercise of discretion forthe courts to refuseto exercise their extra-ordinary powers under the article inthe case of persons who do not approach expeditiously forrelief and who stand by and allow things to happen andthenapproach the court to put forward stale claims and try tounsettle settled matters**. [P. S. Sadasivaswami – vs – State of Tamilnadu].

- It has been further observed by the Hon'ble Supreme Court in Rabindranath Bose & Ors. – vs – Union of India & Ors. that every person ought to be entitled to sit backandconsider that his appointment and promotion effected a long time ago would not be set aside after the lapse of a numberof years.
- In any application before the Court challenging the seniority already fixed, it is necessary to implead the affected parties, otherwise the judgment shall not be binding on them.

v. What is the difference between seniority and inter-se-seniority?

Seniority generally refers to an employee's length of service within an organization or a specific role. Inter se seniority, on the other hand, specifically

refers to the relative seniority between individuals within the same category or group, often determined by factors like appointment date or merit in a selection process. Essentially, seniority is a broader concept, while inter se seniority is a more focused comparison of relative standing among a sub-set of employees.

vi. How is inter-se-seniority of promotes versus direct recruits determined?

The question of inter-se-seniority of promotes versus direct recruits, described once as the 'War of Roses" by the Hon'ble Supreme Court of India, has been dealt with under Rule 6(1) and 6(2) of the West Bengal Services (Determination of Seniority) Rules, 1981.

Rule 6(1) reads: The relative seniority between a promotee and a direct recruit shall be determined by the year of appointment or promotion of each in the post, cadre or grade irrespective of the date of joining.

According to Rule 6(2) the promotees shall be *enbloc* senior to the direct recruits of the same year. This is in adherence to the principle of continuous officiation – the promotes hold the post in the feeder cadre while the direct recruits are fresh entrants to the service.

The above is an effort to encapsulate the basic information on seniority in service and its significance. This will help us gain some perspective and better orientation while discussing the criteria for receiving promotions, pay protection, pay fixations and other service benefits.

স্মরণ

সাম্প্রতিক কালপর্বে জীবনাবসান ঘটেছে—

কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বামপন্থী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব **ভি. এস. অচ্যুতানন্দন,**

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, গণ-আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব **দীনেশ ডাকুয়া,**

ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী **শিবু সোরেন,**

বামপন্থী চিন্তক ও লেখক **আজিজুল হক,**

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ **রজতকান্ত রায়,**

বাংলা অকাদেমির প্রাক্তন সচিব **অনুনয় চট্টোপাধ্যায়,**

মণিপুরের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব **রতন থিয়াম,**

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষক **অভিরূপ গুহঠাকুরতা,**

বিশিষ্ট বামপন্থী চিন্তাবিদ্ লেখক **বদরুদ্দিন উমর**-সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের।

প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ড সহ মধ্যপ্রাচ্যে বর্বরোচিত আগ্রাসনের বলি হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন নারী শিশু সহ অসংখ্য নিরীহ মানুষ।

ঝড়-বন্যা-ভূমিকম্প সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এবং নানাবিধ দুর্ঘটনার বলি হয়ে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯